দাওয়াহ ইলাল্লাহ
সাপ্তাহিকী
মাস:নভেম্বর
সপ্তাহ:১ম
তারিখ
০১/১১/২০২১ -- ০৮/১১/২০২১

সূচিপত্র

# শীতকালে রোজা বেশি রাখা নিয়ে কিছু কথা।

## bashundhara

## Junior Member

## ০১/১১/২০২১

---

শীতকালে রোজা বেশি রাখা নিয়ে কিছু কথা।

শীতকাল হলো মুমিনের বসন্তকাল। কারন শীতকালে ইবাদাত করা যায় বেশি।দিন ছোট ও ঠান্ডা একারনে রোজা রাখা যায়।তৃষ্ণা ও ক্লান্তি কম লাগে।রাত বড় তাই তাহাজ্জুদ পড়া যায়।

যে সকল মাসুল ভাইরা কর্মব্যাস্ততার কারনে ব্যাক্তিগত নফল আমল কম করা হয় তাদের জন্য শীতকাল হলো বেশি বেশি আমল

করার ভালো সুযোগ।তাই এই সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত।

আমরা কেউ কি বলতে পারবো যে, আমরা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহঃ চেয়ে বেশি কাজ করি।অবশ্যই না।কেননা তিনি সরাসরি জিহাদের ময়দানে কাজ করেছেন।

নানা ব্যাস্ততার পরেও তিনি একদিন পরপর রোজা রাখতেন। সুবহানাল্লাহ।

বেশি বেশি রোযা রাখলে তাকওয়া বৃদ্বী পায়।যার ফলে কথা বার্তায় অনেক সতর্ক থাকা যায়।

কেননা যিনি কথা বেশি বলতে হয় তার কথায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

বেশি বেশি রোযা রাখার ফলে অন্তর আলোকিত হবে, নরম হবে।

যার ফলে দাওয়াতে কাজে ভালো সুফল পাওয়া যাবে।হয়ত কথা বলার সময় শাইখ খালিদ আর রশিদের মত অশ্রু চলে আসবে।

রোযা রাখলে মাসুল ভাইদের কাজ গুলো আল্লাহ আরো সহজ করে দিবেন।কেননা রোজা রাখলে আল্লাহর ভয় বাড়ে।

আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।

ইনশাআল্লাহ কম সময়ে অনেক কঠিন কাজ আল্লাহ সহজ দিবেন।

শুধু তাই না আল্লাহ অনেক সমস্যাও দূর করে দিবেন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

.

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ

.

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বের হবার পথ করে দেন। আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দেন যা সে ভাবতেও

পারেনা'

(সুরা তালাক ২-৩)

তাই বেশি বেশি রোযা রাখুন। তাকওয়া বাড়বে। আর অনেক সমস্যা আল্লাহ দুর করে দিবেন।

সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখুন। পারলে একদিন পরপর রাখুন।

সাহাবীরা রোযা রাখার প্রতি কত আগ্রহী ছিলেন।

এক সাহাবীর ঘটনা অনেকেই জানে যে, তিনি রাসুল সাঃ কে রোযা বেশি রাখার বিষয় কিভাবে প্রশ্ন করেছেন।

আল্লাহ আমাদের বেশি বেশি ইবাদাত করার তাওফিক দান করুন।

# ধ্বংসের মুখে কুফফারদের অর্থনীতির চাকা

Jahidur Rahman

Junior Member

**০১/১১/২০২১**

---

ধ্বংসের মুখে কুফফারদের অর্থনীতির চাকা

আফগানিস্তানে আল্লাহভীরু তালেবান মুজাহিদদের কাছে সম্মিলিত কুফফার জোটের শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর কিছুটা হলেও সম্মিলিত কুফফার জোট অর্থনৈতিকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এতদিন আমেরিকা ও তার মিত্র জোটের যে অপরাজেয় তকমা ছিল আফগানিস্তানে আল্লাহভীরু তালেবান

মুজাহিদদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের মাধ্যমে সেই তকমা ধুলোর সাথে মিশে গেছে। আফগানিস্তানে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের মাধ্যমে কিছুটা হলেও বিশ্ববাসী সন্ত্রাসী আমেরিকা ও তার মিত্র জোটের আসল চেহারা দেখতে পেয়েছে। এতদিন যেই আমেরিকা ও তার ইউরোপিয় মিত্ররা মুসলিম দেশগুলোর উপর ভয়াবহ সামরিক আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ করে আসছিল, আফগানিস্তানে পরাজয়ের মাধ্যমে কিছুটা হলেও তারা সেই পথে ধাক্কা খেয়েছে।

দিনদিন তাদের নোংরা চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে আরও পরিষ্কার হচ্ছে। যতই দিন গড়াচ্ছে ততই তাদের সামনের পথগুলো যেন আরও সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আফগানিস্তানের মত ইরাক, সিরিয়াতেও সন্ত্রাসী আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য সবধরনের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা পৃথিবীতে

সন্ত্রাসী আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য তাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পথগুলো আস্তে আস্তে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। কিছুকাল আগেও তারা যেভাবে মুসলিম দেশগুলোতে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার সুযোগ পেত সেই সুযোগ এখন আর নেই। এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে আল কায়েদা ও আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট জিহাদি তানজিমগুলোর উত্থানে সম্মিলিত কুফফার জোটের অর্থনৈতিক প্রবাহে ভাঁটা পড়েছে। আফ্রিকাতে আল কায়েদা শাখা আল-শাবাবের উত্থানে পূর্ব আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলের উপর সন্ত্রাসী আমেরিকা ও জাতিসংঘ সম্মিলিত কুফফার জোট অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। পূর্ব আফ্রিকাতে তাদের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে তা মোটামুটি স্পষ্ট। নিশ্চিতভাবেই পূর্ব আফ্রিকাতে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ার সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। একই কথা পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ

পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে জামায়াত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব অঞ্চলে ফ্রান্সসহ পশ্চিমা ক্রুসেডর জোট যে চরমভাবে মার খাচ্ছে তা সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহগুলো থেকেই বোঝা যায়। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকাতে সন্ত্রাসী ফ্রান্সসহ তার অনুগত মিত্ররা খুব বেশি দিন টিকতে পারবে না। ফলে আফ্রিকার এই দারিদ্রকবলিত দেশগুলো থেকে সন্ত্রাসী ফ্রান্সের যে রাজস্ব আসতো তা খুব অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে করে খুব সহজেই আন্দাজ করা যে অচিরেই সন্ত্রাসী ফ্রান্সের অর্থনীতিতে বড়ধরনের ধাক্কা লাগতে চলেছে। খুব অচিরেই জাজিরাতুল আরবেও পশ্চিমা সন্ত্রাসী জোটের অবস্থা খুব খারাপ হবে। ইয়েমেনে তো তারা আল কায়েদার হাতে চরমভাবে মার খেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও মার খেতে থাকবে। দক্ষিণ এশিয়াতেও তাদের অবস্থা অনুরূপ। দক্ষিণ

এশিয়াতে গাজওয়াতুল হিন্দের দামামা বাজছে। এখানে যদি পুরোদমে মুসলিমদের সাথে তাদের যুদ্ধ বেধে যায় তো সম্মিলিত কুফফার জোটের জন্য এটি হবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা। নিঃসন্দেহে দক্ষিণ এশিয়াতে মুসলিমদের সাথে তাদের (হিন্দুত্ব-বাদী মালাউন ও পশ্চিমা ক্রুসেডর জোট) যুদ্ধ বেধে যাওয়া মানে তাদের সামরিক ও অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের অশনি সংকেত। এখানে যুদ্ধ বেধে গেলে পশ্চিমা সম্মিলিত কুফফার জোট একটি বড় অর্থনৈতিক বাজার হারাবে। ফলশ্রুতিতে তাদের অর্থনীতির চাকাও দুর্বল হয়ে পড়বে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় পশ্চিমা সম্মিলিত কুফফার জোটের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ধাপে ধাপে খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং ভবিষতেও এই অবস্থা অব্যহত থাকবে।

আল কায়েদা ও আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট জিহাদি তানজিমগুলো ও মুসলিমদের আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কোরবানি যে সফল হচ্ছে তা বর্তমান ঘটনাপ্রবাহগুলো থেকেই বোঝা যায়।

**সমাপ্ত**

# আসুন! কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান’ বলার অভ্যাস করি!

abu ahmad

Senior Member

০২/১১/২০২১

---

আসুন! কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান’ বলার অভ্যাস করি!

সেদিন আদীব হুজুরের ‘বাইতুল্লাহর ছায়ায়’ পড়ছিলাম। একটি কথা খুব ভালো লাগল। হুজুর লিখেছেন-মানুষমাত্রেরই ভুল হতে পারে, কিন্তু আমাদের উচিত ভুল প্রকাশ পাওয়ামাত্র আন্তরিকভাবে মাফ চেয়ে নেওয়া।

অন্তত দুঃখ প্রকাশ করা। ‘সরি’ শব্দটি ইংরেজ জাতি এমনভাবে রপ্ত করেছে যে, এটি তাদের জীবন ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। এটা খুব ভালো, এটা ইসলামের শিক্ষা। আমরা ফেলে দিয়েছি। তারা তুলে নিয়েছে। আমরা পিছিয়ে পড়েছি, তারা এগিয়ে গিয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, এখানে ‘সরি’ শব্দটিই মূল উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য হল অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা। আর এ উদ্দেশ্যেই আরবী ‘আফওয়ান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এই কথাগুলো পড়ে মনে হল, এমন অনেক কিছুই তো আমরা ছেড়ে দিয়েছি, আর অন্যরা তা গ্রহণ করে উন্নত হয়েছে। যেমন উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ বিষয়ে কত সুন্দর শিক্ষা হাদীস শরীফে আছে। কত তাকীদের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন ।

হযরত উসামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার প্রতি যদি কেউ কৃতজ্ঞতার আচরণ করে তখন যদি তুমি তাকে জাযাকাল্লাহ খাইরান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন) বল তাহলেই তুমি তার যথাযোগ্য প্রশংসা করলে।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২০৩৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪১৩

অন্য হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন,. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি তোমাদের সাথে কৃতজ্ঞতার আচরণ করে তাহলে তোমরাও তার সাথে কৃতজ্ঞতার

আচরণ কর। (তাকে কিছু হাদিয়া দাও।) যদি কিছু দিতে না পার অন্তত তার জন্য দুআ কর। যাতে সে বুঝতে পারে যে, তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।-সুনানে আবু দাউদ ; আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী ২১৬

জাযাকাল্লাহু খায়রান অর্থ আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। শুকরানও আরবী শব্দ। এর অর্থ তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ বাংলা শব্দ। এটি প্রশংসাবাদ, সাধুবাদ বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উক্তি। আর থ্যাংক ইউ ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ শব্দগুলোর মধ্যে কোনটা আরবী, বাংলা বা ইংরেজি-এদিকে না তাকিয়ে শুধু এগুলোর অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব,

জাযাকাল্লাহু খায়রান বাক্যটি সবচেয়ে সারগর্ভ। কারণ এতে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়, উপকারীর জন্য কল্যাণের প্রার্থনাও আছে। আর যদি বলা হয়, জাযাকাল্লাহু খায়রান ফিদ দারাইন (আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন) তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কেউ জাযাকাল্লাহ বললে উত্তরে ওয়া ইয়্যাকা বা ওয়া ইয়্যাকুম বলা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকেও দান করুন।

চিন্তা করে দেখুন, কত সুন্দর শিক্ষা আমাদের ছিল, কিন্তু আমরা শুধু অবহেলা করেছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

কখনো এমন হতে পারে যে, যাকে জাযাকাল্লাহ বলা হল তিনি তা বুঝলেন না। সেক্ষেত্রে আমরা জাযাকাল্লাহর সাথে

ধন্যবাদও বলতে পারি।

সর্বশেষ কথা এই যে, আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের আছে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। অথচ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আস্তে আস্তে আমরা তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এমনকি জাতীয় জীবনেও এখন বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হচ্ছে। এটা খুবই ভয়ানক বিষয়। এটা একদিন আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলবে; বরং প্রভাব ফেলছে।

আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের আদব-কায়েদা রপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

Collected

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যদি কেউ বলে

## জাযাকাল্লাহু খাইরান

অর্থঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাহলে আপনিও তাকে বলুন

## ওয়া ইয়্যাকা বা ওয়া ইয়্যাকুম

অর্থঃ আল্লাহ আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শুধুমাত্র "জাযাকাল্লাহু" বলবেন না, কারন এটা দ্বারা প্রতিদান ভালো বা খারাপ দুটোই হতে পারে। আর কোনো নারীকে এ উদ্দেশ্য বলবেন

## জাযাকিল্লাহু খাইরান

# **সমাপ্ত**

# বাংলার মুসলিমরা যদি ভালো না থাকে তবে ওরাও তো ভালো থাকতে পারবে না

Jahidur Rahman

Junior Member

০২/১১/২০২১

---

বাংলার মুসলিমরা যদি ভালো না থাকে তবে ওরাও তো ভালো থাকতে পারবে না

বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ হাসিনা সরকার বহুদিন ধরে ৯০ ভাগেরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশে ভারতীয় হিন্দুত্ব-বাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে গভীরভাবে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে তারা মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে

জোরপূর্বক ছড়িয়ে দিচ্ছে হিন্দুয়ানী বিভিন্ন কুফরী ও শিরকি প্রথা, যা মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও কৃষ্টি কালচারের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান ও সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয় হিন্দুয়ানী বিভিন্ন কুফরী ও শিরকি প্রথা এদেশে টিকিয়ে রাখতে তারা মুসলিমদের সাথে বিভিন্ন হয়রানিমূলক আচরণ করছে। রীতিমত তারা গুটিকতক ভারতীয় হিন্দুত্ব-বাদী প্রভুদের খুশি করতে এদেশের মুসলিমদেরকে নির্বিচারে খুন, গুম ও গ্রেফতার করছে। পরিস্থিতি এমন যে তারা এখন এদেশের আলেম-উলামা ও মুসলিমদের কোন তোয়াক্কাই করছে না। এদেশের মুসলিমদের ঈমানী অনুভূতিতে আঘাত হেনেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, বরং এখন তারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের বুকে গুলি চালাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে শুধুমাত্র তাদের ভারতীয় হিন্দুত্ব-বাদী প্রভুদের খুশি করতে। এর অহরহ নজির আপনাদের সামনে আছে। একদিকে হিন্দুত্ব-বাদী আওয়ামী লীগ প্রশাসন

মুসলিমদের মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে তালা ঝুলানোর দুঃসাহস দেখায়, অন্যদিকে তারা এদেশের উগ্র হিন্দুত্ব-বাদীদের মন্দিরগুলোতে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়। একটু ভালো করে খেয়াল করুন তো তারা কোথা থেকে এমনটি করার দুঃসাহস পেল? হ্যাঁ তাদের এই দুঃসাহসের পেছনে মূল শক্তি হচ্ছে হিন্দুত্ব-বাদী ভারত। হিন্দুত্ব-বাদী ভারতই তাদেরকে তিলে তিলে এই সাহস জুগিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা সিংহভাগ মুসলিমদের মাথার উপর চেপে বসেছে। এখন তাদের মনে যা চায় তাই করার সাহস পায়।

## মূলকথা

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুত্ব-বাদী শক্তিগুলো তাদের ভারতীয় প্রভুদের খুশি করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ

মুসলিমদের অশান্তিতে রেখে তা্রা কি শান্তিতে থাকতে পারবে? সহজ উত্তর হচ্ছে তারাও কোনোভাবেই শান্তিতে থাকতে পারবে না। তারা কি ভেবে নিয়েছে যে তাদের অবৈধ ক্ষমতার মসনদ যুগযুগ ধরে টিকে থাকবে? তারা যদি এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকে তবে তারা মারাত্নক গোমরাহিতে লিপ্ত আছে এবং খুব অচিরেই তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটবে। বাংলাদেশের হিন্দুত্ব-বাদীরা হয়ত এদেশের মুসলিমদের দুর্বল ভাবছে। কিন্তু তাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে মুসলিমরা হচ্ছে বীরের জাতি। মুসলিমরা সর্বদাই বিজয়ী। আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর কে আছে এমন যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে? দুষ্কৃতকারীরা তা অপছন্দ করলেও আল্লাহর প্রতিশ্রুতিই সত্য এবং তা বাস্তবায়ন হবারই। দুষ্কৃতকারী হাসিনা সরকার যতই বাংলাদেশের মুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতন করুক না

কেন তারা ইসলামের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না ইনশা আল্লাহ্। বরং তারাই তাদের অহংকারের আগুনে পুড়ে ধ্বংস হবে। হিন্দুত্ব-বাদী হাসিনা সরকারকে বর্তমান আফগানিস্তান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। যদি তারা আফগানিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শেষ পরিণতিও সাবেক ক্রুসেডর মার্কিন ও ন্যাটো দালাল আশরাফ গণি সরকারের মত হবে। বরং তার চেয়ে আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন হতে পারে যে তারা পালানোর সুযোগও পাবে না। তাই আগেভাগেই আফগানিস্তান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত তাদের নিজেদের ভালোর জন্যই। যারা নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে অহংকার করে সেই হিন্দুত্ব-বাদী শক্তির জেনে রাখা উচিত যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আল্লাহর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। আর হিন্দুত্ব-বাদীদের একথাও খুব ভালো করে মনে রাখা উচিত যে তারা যতই

ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করুক না কেন ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না বরং ইসলাম পূর্ণরূপে বিকশিত হবেই ইনশা আল্লাহ্।

**সমাপ্ত**

# পরকালের পাথেয়-আপনি ব্যবসায় বড়ই লাভবান হয়েছেন,হে উম্মে দাহদাহ!

Ibrahim Al Hindi
Senior Member

**০২/১১/২০২১**

---

পরকালের পাথেয়-আপনি ব্যবসায় বড়ই লাভবান হয়েছেন,হে উম্মে দাহদাহ!

সোনালি যুগের অপূর্ব একটি দৃশ্য! যেখানে ফুটে উঠেছে আল্লাহর প্রতি গভীর ইমান এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি অবিচল বিশ্বাস । আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,যখন এই আয়াত নাযিল হলো:

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُّطُ ۪ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

এমন কে আছে যে আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দিতে পারে? তবে আল্লাহ তা তার জন্য অনেকগুন বাড়িয়ে দিবেন।

সুরা আল বাকারা আয়াতঃ ২৪৫

তখন আবু দাহদাহ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ কি সত্যই আমাদের আমাদের কাছ থেকে কর্জ চান?

তিনি বললেন,হ্যাঁ,হে আবু দাহদাহ।

আপনার হাত আমাকে দিন হে আল্লাহর

রাসুল। এই বলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে বললেন,আমি রবের কাছে আমার বাগানটি কর্জ দিলাম।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,সে বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল। তাঁর স্ত্রী উম্মে দাহদাহ সন্তানাদি নিয়ে সেখানে থাকতেন।

তারপর আবু দাহদাহ বাগানে গিয়ে স্ত্রী উম্মে দাহদাহকে ডাকলেন,উম্মে দাহদাহ!

তিনি উত্তর দিলেন,বলুন,হে আমার স্বামী!

আবু দাহদাহ বললেন,এই বাগান থেকে বেরিয়ে যাও। এটি আমি আমার রবকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।

উম্মে দাহদাহ যখন তার আসবাবপত্র গুছিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন,তখন তার সন্তানদের হাতে কিছু খেজুর ছিল। তিনি সেগুলো তাদের হাত থেকে ছুড়ে ফেললেন।

তারপর শিশু সন্তানদের নিয়ে নীরবে প্রস্থান করলেন।

ইবনে আবি হাতিম রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি রিওয়ায়াত করেছেন। দেখুন,তাফসিরু ইবনি কাসিরঃ ২৯৯/১ এবং আল ইসাবাহঃ ৫৯/৪

উম্মে দাহদাহর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন? বিনা বাক্য ব্যয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তিনি কীভাবে মেনে নিলেন স্বামীর আদেশ! মূল্যবান সম্পদের আধার সেই খেজুর বাগিচার প্রাচুর্যময় জীবন তিনি কীভাবে ত্যাগ করলেন! চোখে অশ্রু নেই। স্বামীর প্রতি কোনো অভিযোগ কিংবা অসন্তুষ্টি নেই। অম্লান বদলে মেনে নিলেন পুরো ব্যাপারটি। এমনকি সন্তানদের হাতে থাকা খেজুরগুলোও তিনি নিয়ে আসতে রাজি হননি।

আপনি ব্যবসায় বড়ই লাভবান

হয়েছেন,হে উম্মে দাহদাদ!

তথ্যসূত্রঃ

ইনতালিক বিনা-শাইখ ড. আব্দুল মালিক আল কাসিম

গোপনে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা।

## সমাপ্ত

# বিশেষ প্রতিবেদন || ইসলাম দমনে তাগুতের অন্যতম অস্ত্র : সন্ত্রাস বিরোধী আইন!

## Alfirdaws News

## তারিখ:০৩/১১/২০২১

---

বিশেষ প্রতিবেদন || ইসলাম দমনে তাগুতের অন্যতম অস্ত্র : সন্ত্রাস বিরোধী আইন!

১৯২৪ সালে খিলাফতের পতনের মাত্র ৬০ বছরের মাথায় আল্লাহর রাহের বীর মুজাহিদরা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য কুফফারদের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে শুরু করেন। যার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল আফগানিস্তানের মাটি।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল সন্ত্রাসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুজাহিদরা আফগানিস্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এরই একপর্যায়ে আমেরিকান সরকার আফগান জনগণের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। তবে আফগান জনগণের সহায়তা করা বা সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যাচার থেকে আফগান জনগণকে রক্ষা করা আমেরিকার উদ্দেশ্য কখনোই ছিলনা।

আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চলে আসা স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং কমিউনিজমের পতনের মাধ্যমে তাদের লিবারেল ডেমোক্রেটিক মতাদর্শে প্রসার ঘটানো।

পাশাপাশি আফগান ভূমিকে ব্যবহার করে এশিয়া মহাদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং আফগানের খনিজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা।

কিন্তু বৈশ্বিক জিহাদের পথিকৃৎরা সহযোগিতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আমেরিকার ষড়যন্ত্র স্পষ্টতই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সোভিয়েত পতনের পরপরই সময়ের ইমামগণ সারা বিশ্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে তাদের আসল শত্রুকে চিনতে সহায়তা করেন।

মুসলিমদের উপর আমেরিকান আগ্রাসনের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং শত্রুপক্ষের সাথে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে কৌশলগত ভারসাম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে, ক্রমাগত

হামলার এক পর্যায়ে ২০০১ সালে ৯/১১ এর বরকতময়, ঐতিহাসিক ও চূড়ান্ত ঘটনা সম্পন্ন হয়।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শান্তি ও প্রগতির খোলস ছেড়ে আসল চেহারায় হাজির হয়ে, ২০০১ সালের শেষদিকে আফগানিস্তান আক্রমণ করে আমেরিকা। এর মাধ্যমে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নাম দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু করে আমেরিকা। মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণের ধারাবাহিকতায় ২০০৩ এ ইরাকেও আক্রমণ করে বসে সন্ত্রাসী আমেরিকা।

বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াতকে মিটিয়ে দিয়ে আমেরিকান আজ্ঞাবাহী এক মুসলিম জাতি সৃস্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বে সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি অর্থ, মিডিয়া ও

আইনের মাধ্যমেও আগ্রাসী রূপ ধারণ করে আমেরিকার নের্তৃত্বাধীন জাতিসংঘ!

ইসলামের প্রকৃত চেতনায় উজ্জীবিতদের দমনে ২০০1 এ শুরু হওয়া ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অন্যতম একটি অস্ত্র হচ্ছে “Counter Terrorism Act বা সন্ত্রাস বিরোধী আইন”। যে আইনের সহায়তায় তাওহীদবাদী মুসলিমদের, বিশেষত মুজাহিদিন ও তাদের সহানুভূতিশীলদের গ্রেফতার, নির্যাতন, দীর্ঘ কারাবাস ও মৃত্যুদন্ডের মত কঠিন পরীক্ষায় ফেলা আমেরিকা ও তার তল্পিবাহক মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

এই আইন রচিত হয় মুসলিমদের, বিশেষত মুজাহিদদের প্রধান শত্রু “জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ” এর সদর দপ্তরে।

৯/১১ হামলার পর ভীত ও লজ্জিত

আমেরিকা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আবডালে অবস্থান করে একের পর এক ইসলাম ও জিহাদ বিরোধী ডিক্রি পাস করতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হল “জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজোলিউশ নং ১৩৭৩”।

এই প্রস্তাবনাটি মুজাহিদদের বিভিন্ন উপায়ে বাঁধা দেওয়ার লক্ষ্যে করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবনার দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ-

১) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুজাহিদদের দমনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি তাদের গোয়েন্দা তথ্য একে অপরের শেয়ার (ভাগ) করে নিবে।

২) জাতিসংঘের প্রতিটি দেশকে “সন্ত্রাস বিরোধী জাতীয় আইন’ প্রনয়ণ করার আহ্বান জানানো হয়, যেন এসকল রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত সমস্ত আন্তর্জাতিক মতামতকে

অনুমোদন তথা অন্ধ অনুসরণ করতে পারে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রস্তাবনাটি গৃহীত হওয়ার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র) পাশাপাশি যে সকল অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সম্মতি প্রদান করে ভোট দেয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম!

বাংলাদেশের বিএনপি-জামাত জোট সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা গৃহীত করার সম্মতি দিয়ে মুজাহিদদের প্রতি তাদের লুকানো বিদ্বেষ পরিষ্কার করে তোলে।

“সন্ত্রাস বিরোধী আইন” এর খসড়াঃ-

“জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন

নং ১৩৭৩”-এ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে সন্ত্রাস বিরোধী জাতীয় আইন প্রণয়নের আহবান করা হলেও, এই আইনে কি থাকবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

এই প্রস্তাবনা অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ও দিকনির্দেশনার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধীন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্টার টেররিজম কমিটি (Counter Terrorism Committee -CTC) গঠন করা হয়।

এই কমিটি ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে আরেকটি প্রস্তবনা পেশ করে যা “জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন নং ১৫৬৬” নামে পরিচিতি।

নিরাপত্তা পরিষদ ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলতে কী

বোঝায় তা জাতিসংঘের 'নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন-১৫৬৬' এ ব্যাখ্যা করেছিল।

আইনটিতে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ব্যাপারে যে খসড়া পেশ করা হয় তা হলোঃ

"criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act."

অর্থাৎ,

“যদি কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা কোন দেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্ত্বা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করতে বা করা হইতে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে (তবে তা সন্ত্রাসী কার্যক্রম মর্মে বিবেচিত হবে)।”

আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশে প্রণীত ‘সন্ত্রাস বিরোধী আইন – ২০০৯ (সংশোধনী- ২০১১ ও ২০১৩)’ এর ৬(১) ধারায় হুবহু ঠিক এই বাক্যগুলোই তুলে দেয়া হয়েছে! যা কিনা

দেশীয় মুরতাদ শাসকদের ইসলামের শত্রুতা এবং আমেরিকান মদদপুষ্ট জাতিসংঘের একনিষ্ঠ গোলামীরই নিদর্শন বটে!

লক্ষনীয় যে, এই আইন মোতাবেক বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল, বাংলাদেশকে অখন্ড ভারতের অংশ দাবীদার শ্যামলী পরিবহনের মালিক রমেশচন্দ্র ঘোষের, যে কিনা দেশের অখন্ডতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

এই আইনের অধীনে মামলা হওয়ার কথা প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে, যে কিনা ট্রাম্পের কাছে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এদেশে হিন্দু-মুসলিম মাঝে দ্বন্দ্ব তৈরি করে রাষ্ট্রীয় সংহতির উপর আঘাত হেনেছে।

কিংবা ছাত্রলীগের সেই ছেলেদের বিরুদ্ধে, যারা বুয়েটছাত্র আবরারকে হত্যার মাধ্যমে জননিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে!

অথবা, টেকনাফের ওসি প্রদীপ কুমার

দাসের বিরুদ্ধে; যে কিনা মেজর সিনহাকে হত্যার পর ভারতীয় হাইকমিশনারের ক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে!!

অথচ, তার কোনোটিই হয়নি!! বরং এই আইনের অধীনে নথিভুক্ত হাজার হাজার মামলার প্রতিটিই হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের হয়ে কথা বলা হতভাগাদের বিরুদ্ধে!!

আর জামিন অযোগ্য এই আইনের অধীনে ঠুনকো অভিযোগে প্রতি বছর শত শত মুসলিম মুওয়াহহিদ বছরের পর বছর বিনা অপরাধে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করছে!

এই সিদ্ধান্তে তাই আসাই যায় যে, এই আইনের আসল নাম হচ্ছে "ইসলাম বিরোধী আইন" বা "মুসলিম বিরোধী আইন"; যা কি না

কাফির-মুরতাদ শাসকরা প্রণয়ন করেছে নিজ প্রভু আমেরিকা ও জাতিসংঘের পদলেহনে দক্ষতা প্রদর্শনে!

---

বাংলাদেশ আইন প্রনয়নের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। আইন প্রণয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে সচিবালয় আইনের প্রস্তাবনা দেয়, মন্ত্রীপরিষদ বা মন্ত্রণালয় সে আইন সংসদে উপস্থাপন করে এবং সংসদ দ্বারা সে আইন গৃহীত হয়।

কিন্তু বিরলতম ঘটনা এই যে, সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মেনে আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

কারণ আমার দেখতে পাই, ২০০৮ সালে

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় ছিল, তাই সংসদে কোন আইন উত্থাপন করা সম্ভব ছিল না। তাই রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ বলে এই আইন গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু আমরা দেখি সংসদের অধিবেশন না থাকলে অথবা সংসদ ভেঙে দেয়া হলে, এমতাবস্থায় রাষ্টপতি তাৎক্ষণিক অবস্থানুযায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করলে তিনি কোনো অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন, যা সরকারি গেজেট আকারে মুদ্রিত হবে।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে “তাৎক্ষণিক অবস্থানুযায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করলে” তখন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারে।

কিন্তু ২০০৮ সালে আমরা এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখতে পাইনা, যার কারণে তাৎক্ষণিক অবস্থানুযায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সাপেক্ষে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে!

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাতিল করে দেয়। পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক আদেশের ব্যাপারে স্থগিতাদেশ জারি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতির মামলাগুলো খারিজ করে বা নিজেদের পক্ষে রায় প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে।

কিন্তু এত কিছুর মাঝেও আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস বিরোধী আইন নামক ড্রাকোনিয়ান আইনের ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক বা হাসিনা সরকার- তারা তাদের প্রভুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনভাবেই কাজ করতে পারেন না।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন যে আমেরিকা বা কুফফারদের স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে এই আইনের ২০ নং ধারার শিরোনামটি দেখলেই সহজেই বোধগম্য হয়।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন-এর ২০ নং ধারার শিরোনাম হচ্ছে "জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ"!!

এছাড়াও, এ আইনের ১০টি অধ্যায় ও ৪৫ টি ধারা রয়েছে। তার একটি ধারাও সচিবালয় দ্বারা প্রস্তাবিত, মন্ত্রণালয় উপস্থাপিত এবং সংসদে গৃহীত হয়নি।

বরং একইভাবে CTC এর অনুমোদিত আইনের বাংলা অনুবাদ করে প্রজ্ঞাপন আকারে “কাউন্টার টেরোরিজম অ্যাক্ট” আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। এমনকি ২০১১ এবং ২০১৩ সালে এই আইনটির সংশোধন বাংলাদেশের পেক্ষাপটে করা হয়নি। এই সামান্য সংশোধন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও করা হয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের “কাউন্টার টেরোরিজম অ্যাক্ট” এর আদলে!

এই আইন যে কতটুকু ইসলাম বিরোধী তা জানা যায় এই আইনের ৩ নং ধারা থেকে। এই ধারা অনুসারে জাতিসংঘ যাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। এবং, তাদের শত্রু বাংলাদেশ সরকারের শত্রু।

সর্বোপরি, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বা

কাউন্টার টেররিজম কমিটি (CTC) আমাদের যে সকল মুজাহিদ ভাই ও সম্মানিত শায়খদের বন্দী বা হত্যা করা বৈধ মনে করবে, বাংলাদেশ সরকারও এতে সম্মতি দিবে। জাতিসংঘ যাদের জঙ্গি বলতে বলবে, বাংলাদেশ সরকারও তাদের জঙ্গি বলবে।

২০১৯ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রনয়ন হলেও ২০১৬ সালে সিটিটিসি (কাউন্টার ট্যাররিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) এবং ২০১৭ সালে এটিইউ (এন্টি ট্যাররিজম ইউনিট) গঠনের পর থেকে মুসলিমদের নিপীড়নের জন্য এই আইনের বহুল ব্যবহার শুরু হয়।

ইসলামী আক্বীদা বা তাওহীদ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা পোষণ করা বা সামান্য দাড়ি রাখার অপরাধেও (জংগী সন্দেহে) মাসের পর মাস গুম রেখে এই আইনের অধীনে মামলা

দেওয়া হচ্ছে।

বিগত ৪ বছরে ওই আইনের অধীনে হাজারের অধিক মামলা হয়েছে আর কয়েক হাজার সাধারণ মুসলিম যুবক এতে অত্যাচার ও হেনেস্তার শিকার হয়েছে।

এই আইনের অধীনে মামলাগুলির বিচার শুরু হওয়ার জন্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, তা সরকারী অনুমোদনের দোহাই দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মামলার কার্যক্রম বিলম্ব করা হয়; ফলে কার্যকরভাবে মামলায় অভিযুক্তদের বছরের পর বছর আইনি বিড়ম্বনা পোহাতে হয়।

অতি সম্প্রতি রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে কটুক্তিকারী অভিজিৎ রায় ও জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ফয়সাল

আরেফিন দীপনক এবং মুসলিম সমাজে ফায়েসা (সমকামিতা) প্রচার ও প্রসারকারী জুলহাজ মান্নান ও মাহবুব রাব্বী তন্ময় হত্যার বিচার এই আইনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং ৮ জন দ্বীনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয়।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন একটা কালা-কানুন যা প্রনয়ণ করা হয়েছে মুসলমানদের দমন ও নিপীড়নের জন্য। জিহাদে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, সামান্য জিহাদি আলোচনার জন্যও সারা জীবন জেল খাটতে হতে পারে। কেননা, এই আইনের একটি ধারা ব্যতীত অন্য সকল ধারার শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নতুবা মৃত্যুদন্ড!

# সমাপ্ত

# শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর নির্বাচিত চারটি উপদেশ এবং শাইখ খালিদ হুসাইনান রহ. এর রুহানি শক্তিবর্ধক কিছু আমল

Ibrahim Al Hindi

Senior Member

০৪/১১/২০২১

আল্লাহু আকবার শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর নির্বাচিত চারটি উপদেশ এবং শাইখ খালিদ হুসাইনান রহ. এর রুহানি শক্তিবর্ধক কিছু আমল

# শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহ. এর নির্বাচিত চারটি উপদেশ

## *উপদেশ-১ আপনার অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখুন*

আপনার অন্তরের দিকে নজর দিন এবং নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করার ব্যাপারে সতর্ক হোন এবং অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হতে বিরত থাকুন। কত মানুষ ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে এবং সেটা তাদের ও আল্লাহ্*র মাঝে সীমাবদ্ধ রাখছে! এটাও হতে পারে যাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা হচ্ছে, তারা হয়ত ইসলামের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার করছে যা কি না আপনার মত হাজারো

ব্যক্তিকে এক করলেও সম্ভব হবে না। তাই নিজের প্রতি মনোযোগী হোন, আল্লাহ্* এমন সব ব্যক্তির প্রতি রহমত দান করুন যারা তাদের সীমাবদ্ধতা জানে এবং এই সীমাবদ্ধতার ভিতর থাকে। গুণী ব্যক্তি তারাই যারা যোগ্য ব্যক্তিদের প্রাপ্য সম্মান দেয়। বিশেষ করে আলেম ওলামা, বৃদ্ধলোক এবং পিতামাতাকে।

আমার ভাইয়েরা, আপনার ভালো কাজগুলো ধ্বংস হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আপনি মনে করেন আপনি ইসলামের জন্য অনেক কিছু করছেন।

আপনি একটা ভালো দলের অংশ হতেন পারেন, তাই বলে আপনি অন্যদের থেকে অনেক ভালো, এটা মনে করার কোন কারণ নেই। আপনি ভালো কিছু বই পড়েন তাই বলে বিষয়টা এই না যে, আপনি অন্যদের থেকে ভালো

বা আলাদা। ইখওয়ানের যেমন কিছু ভালো দিক আছে তেমনি কিছু ভালো দিক তাবলীগ ও সালাফীদের মাঝেও আছে। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত তাদের কাছ থেকে সমস্ত ভালোগুলো নেয়া। ...

তাবলীগ থেকে তাদের আচার-ব্যবহারগুলো নিন এবং চিন্তা করুন, এটা কত ভালো হবে আমরা তাদের থেকে মানুষদের সম্মান করা শিখছি, আলেমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা শিখছি। তাবলীগরা অনেক ভালো ভালো কথা বলে, তারা যা বলে তা তারা মেনে চলে, ফলাফলস্বরূপ এগুলো ম্যাজিকের মত কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে যারা তাবলীগের বিরোধিতা করে তারাও বিরোধিতা থেকে সরে আসে। ইখওয়ানের থেকে তাদের ঐতিহাসিক আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা গ্রহণ করুন, সালাফিদের থেকে গ্রহণ করুন তাদের সত্যনিষ্ঠ বিশ্বাস। নিজের ভিতর এই সমস্ত ভালো গুণগুলোর

সংমিশ্রণ ঘটান এবং একজন তালিবুল ইলম হওয়ার চেষ্টা করুন। ... সত্য যেখান থেকে যার কাছ থেকে আসুক না কেনো তা নেয়ার চেষ্টা করুন এবং যার যার প্রাপ্য সম্মান দিন।

## *উপদেশ-২ গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থাকুন*

---

কাবীরা গুনাহ হল শরীরের কোনো হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার মতো। যখন হাড় ভেঙ্গে যায়, তাতে লাগানো ব্যান্ডেজের মেয়াদও দীর্ঘ হয়। আর হাড় ভাঙ্গার আঘাত খুব যন্ত্রণাদায়ক। একবার যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে তা জোড়া লাগতে দীর্ঘ সময়ও লাগে। আর ভালো হলেও তা আগের মতো মজবুত হয় না। হ্যাঁ! আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ হলে ভিন্ন কথা। তখন তা পূর্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়।

(উদাহরণত এক যুদ্ধে) যখন কাতাদাহ বিন নু'মান রাযি.-এর চোখ বাইরে বের হয়ে যায়, তখন তিনি (নবীজীকে) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চোখ স্বস্থানে লাগিয়ে দিন। তিনি লাগিয়ে দিয়ে হাত বুলিয়ে দেন। এতে তার এ চোখটি অন্যটির চেয়ে আরও ভালো হয়ে যায়।

(এটি তো হল ব্যতিক্রম) তবে সাধারণত যা (নষ্ট হয়ে যায় বা) ভেঙ্গে যায়, তা পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয়া যায় বটে, কিন্তু তা আগের মতো হয় না। আর যদি দ্বিতীয়বার ভাঙ্গে তাহলে প্রথমবার ভাঙ্গার পর যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে আসে না।

অনুরূপ এ অন্তরটাও একটা হাড়ের মতো। কাবীরা গুনাহসমূহ হাড়কে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে ফেলে। আর সগীরা গুনাহ হচ্ছে বুলেটের মত, যা গোশতের ওপর লাগে এবং শিরায় না লাগলে দ্রুতই ভালো হয়ে যায়।

সগীরা (বুলেট) যদি অধিক হয় তাহলে কোন না কোন শিরায় লেগে যায়। যখন কোন শিরা কেটে যায়, তখন তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহর অবস্থাও ওইরকম। যখন তা সংঘটিত করা হয়, তখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। তাই তখন ভাঙ্গা হাড় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মতো অন্তরের সুস্থতার জন্যেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। আর সগীরা গুনাহর ব্যাপার তো (তুলনামূলক কিছুটা) সহজ।

আরেকটি উদাহরণ

কবীরা গুনাহ হচ্ছে বড় পাথরের ন্যায়। আর ছগীরা গুনাহ হচ্ছে ধূলোর ন্যায়। আর অন্তর হচ্ছে গাড়ির সামনের কাঁচের মতো, ... যদি কাঁচে কোন পাথর মারা হয়, তাহলে ভাঙ্গে যাবে। তখন তোমার উপর বৃষ্টি পড়বে, বাতাস তোমাকে আক্রমণ করবে। চোর ঢুকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাবে ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে অন্তর হচ্ছে একটি কাঁচ, গাড়ির কাঁচের মত। ছাগীরা গুনাহ তাতে এসে পতিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তাকে কালো করে ফেলে। যখন ডাষ্টার দিয়ে (ইসতিগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে) তা মোছা হয়, তখন ধুলো-বালি দূর হয় এবং তা আগের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

হাদিসে এসেছে, “পাঁচ ওয়াক্তের নামায তার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা, যদি কবীরা গুনাহ থেকে আত্নরক্ষা করা হয়”।

এ পাঁচটি নামায হচ্ছে ডাষ্টারের ন্যায়, যা কবীরা গুনাহ থেকে আত্নরক্ষা করা হলে (অন্যান্য) গুনাহকে পরিষ্কার করে ফেলে। কেন? কারণ, কবীরা গুনাহ তো ভাঙ্গে ফেলে। আর ভাঙ্গা ঠিক করতে ডাষ্টার কি কাজে আসবে?

আর সগীরা অধিক হলে তা কাদায় পরিণত হয়। গাড়ির কাঁচে কাদা লাগলে ডাষ্টার দিয়েও তা পরিষ্কার করা কঠিন হয়। ... যেমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "গুনাহের কারণে অন্তরে দাগ পড়ে যায়"। আর তাকে পরিষ্কার করে নামায, ইস্তিগফার, সাদকা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময় ডাষ্টার ব্যবহার না করার ফলে কালো দাগ বৃদ্ধি পায় আর কালো দাগ বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় এমন অবস্থা হয় যে, গোটা অন্তরটাই কালো হয়ে যায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকেও সাবধান থেকো।" অর্থাৎ, সগীরা গুনাহ থেকেও সাবধান থেকো। কেন? কারণ, তা একত্রিত হয়ে ওই ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

অন্তর যখন কালো হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। ... ... আয়নায় যদি তুমি আকৃতি দেখতে চাও, তাহলে তাতে তোমার আকৃতি ততক্ষণ দেখবে, যতক্ষন তা পরিষ্কার থাকবে।

অনুরূপ অন্তর। যদি তা পরিষ্কার হয় তাহলে বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি তার কাছে সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে ... ... সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

“হে মুমিনগণ ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর চল, তাহলে তোমাদেরকে তিনি (ভালো মন্দের মাঝে) পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের ভুলত্রুটি মুছে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন” (সূরা আনফাল ৮:২৯)

## *উপদেশ-৩ আল্লাহর শত্রুদেরকে ভয় পাবেন না*

একবার একলোক ইমাম আহমদ রহ.-এর কাছে অভিযোগ করে বলল, জনাব, আমি সুলতানের ভয়ে ভীত। তিনি বললেন, তোমার অন্তর সুস্থ থাকলে তুমি কাউকে ভয় করতে না। ... ...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"বল, দু'দলের কোনটি নিরাপত্তার অধিক যোগ্য, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে? যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরক দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই প্রাপ্য। তারাই সুপথ প্রাপ্ত" (সুরা আনআম ৬:৮১-৮২)

এখন বলুন, নিরাপত্তা কাদের জন্য?

ওইসব নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য, যাদের কাজই হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি কেড়ে নেওয়া? নিরাপত্তা তো তাদেরই জন্য, যারা ঈমান আনার পর শিরক করেনি। ... ...

সাইদিনা ইব্রাহীম আ. যথার্থ বলেছেন,

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

"তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করছো, আমি তাদেরকে কীভাবে ভয় পাব? অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে এমন জিনিস শরিক করাকে ভয় করছো না যার ব্যাপারে তিনি তোমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নাজিল করেন নি।" (সূরা আনআম ৬:৮১)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত শিরককে ভয় কর না আর আমরা তোমাদের এ মূর্তিগুলোকে ভয় করব, যাদের তোমরা পূজা কর? কোন দল নিরাপত্তা পাওয়ার

অধিক উপযুক্ত? কাকে ভয় করা, লজ্জা করা এবং কার ভয়ে ভীত থাকা জরুরি? আল্লাহর? না মাকড়সার জালের?

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা মাকড়সার মতো। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই অত্যাধিক দুর্বল। যদি তারা ব্যাপারটি জানতো।।" (সূরা আনকাবূত ২৯:৪১)

দুনিয়ার যেসকল শাসক আল্লাহর পথে চলে না, (বরং আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়) তারা সকলেই মাকড়সার জাল (আঁকড়ে ধরে আছে)। অতএব কে অধিক

শক্তিশালী? যে আল্লাহর রাজ্জুকে আঁকড়ে ধরে আছে সে? নাকি যে মাকড়সার জাল আঁকড়ে ধরে আছে সে? ... ...

তুমি যখন আল্লাহর রজ্জু (কুরআন) আঁকড়ে ধরলে, ... ... তো আহাম্মক কাফেররা মাকড়সার জাল আঁকড়ে থাকুক এতে তোমার কিছু যায় আসে না।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দ্বীন গ্রহণ করতে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে সুদৃঢ় রাশি আঁকড়ে ধরল, যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়।

আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।”(সূরা বাক্বরাহ ২:২৫৬)

## *উপদেশ-৪ নিজের অন্তরকে শক্তিশালী করুন*

আপনারা যে ইবাদতে (জিহাদ) লিপ্ত রয়েছেন, শান্ত ও পবিত্র হৃদয়ের কাছে এর চেয়ে মধুর ইবাদত আর নেই। আর আল্লাহ তা’আলা এই ইবাদতের মাধ্যেমে বান্দার মনকে যতটা দুশ্চিন্তামুক্ত রাখেন, তা অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে রাখেন না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

“তোমরা জিহাদ করো। কারণ, তা জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজা। এর মাধ্যমে আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর

করেন। ....।

(আমার ভাইয়েরা!) আমাদের অন্তরই হচ্ছে ইবাদতের মূল কেন্দ্র, যা পুরো শরীরটাকে গতিশীল করে। যতক্ষণ অন্তর জীবিত থাকে, ততক্ষণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও প্রাণবন্ত থাকে। মন ইবাদতের জন্য উন্মুক্ত থাকে। আর যখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়, তখন মন ইবাদতের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর ইবাদতের প্রতি অনীহা দেখায়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নামায সম্পর্কে বলেছেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর বিনয়ী লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য তা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার"(সূরা বাকারা ২:৪৫)

নামায বেশ কঠিন, কারণ নামাযের জন্য তো (সবার আগে) পা ও হাত দাঁড়ায় না,

নামাযের জন্য (সবার আগে) যা দাঁড়ায়, তা হল অন্তর ও প্রাণ।

এজন্য ইবাদতের জন্য যে জিনিসটি (সব কিছুর আগে) দাঁড়ায়, তা হচ্ছে অন্তর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে অন্তরের অনুগামী। অন্তর যা আদেশ করে সেগুলো তাই পালন করে। অন্তর যখন জীবিত থাকে, তখন ইবাদত তার কাছে সহজ, মিষ্ট ও সুস্বাদু অনুভূত হয়। বক্ষ তার জন্য উন্মুক্ত থাকে। আর যখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে ইবাদতকে অনেক কঠিন মনে করে।

অন্তর হচ্ছে পাকস্থলির ন্যায়। কারো কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে গোশত। কিন্তু তার পাকস্থলিতে যখন ক্ষত সৃষ্টি হয়, তখন গোশত, তেল ও চর্বি তার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য খাবারে পরিণত হয়। কারণ, পাকস্থলি রোগাক্রান্ত!

অন্তর যখন শক্তিশালী হয়, তখন যেমন ইবাদতই হোক, আপনি তার দ্বারা নিতে পারবেন। সে তখন রাত্রিজাগরণের জন্য প্রস্তুত হয়, রাত্রের ইবাদত তখন তার কাছে মিষ্টি ও সুস্বাদু মনে হয়। ঘুম তখন তার শত্রু হয়ে যায়।

মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

"(গভীর রাতে পৃথিবী যখন সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকে, তখন) তাদের পার্শ্বদেশে শয্যা থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা তাদের পালনকর্তাকে ভীতি ও আশা নিয়ে ডাকে।" (সূরা আস সিজদা ৩২:১৬)

অন্তর তখন তৎপর হয়ে যায়, শয্যার সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয়। তারাবীহর নামাযে ইমাম দু-তিন পারা পড়ে আর সে মনে মনে

বলে, যদি ইমাম সাহেব আরও দীর্ঘায়িত করতেন তাহলে এ ইবাদতের মজা ও স্বাদ আরও বেশি লাভ করতে পারতাম।

মূলত আল্লাহর যিকির ও স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি আসে, স্থিরতা আসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণ দ্বারা প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।” (সূরা রা’দ ১৩:২৮)

***শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহ. এর নির্বাচিত উপদেশ আজ এ পর্যন্তই।***

## *শেষ উপদেশটি প্রসঙ্গে শাইখ খালেদ হুসাইনান রহ এর বলা একটি কথা একটু মনে করিয়ে দিই,*

## *রুহানি শক্তিবর্ধক কিছু আমল*

---

শাইখ খালেদ হুসাইনান রহ তাঁর 'কাইফা নারতাকী' কিতাবে আল্লাহর পথের পথিকের রুহানি খাদ্য শিরোনামে কিছু আমলের কথা বলেছেন। যেগুলোকে তিনি রুহানি শক্তি বর্ধক আমল বলে উল্লেখ করেছেন। ওখান থেকে শুধু প্রথম তিনটি আমলের কথা উল্লেখ করছি।

শাইখ বলেন,

এক. খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা। তাঁর যিকির,

শোকর এবং উত্তমরূপে ইবাদত করার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া।

হাদীসে আসা দোয়াটি পড়া-

اللّهُمّ أعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبادَتِكَ

শাইখ বলেন,

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يدعو بهذا الدعاء في سجوده ويكرره.

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সব সময় সেজদায় এ দোয়াটি পড়তেন এবং বারবার পড়তেন।

দুই. নিচের দোয়াগুলো বেশি বেশি করে করা-

رَبّنَا آتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ

يَا حَيّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنْتَ

لا حَوْلَ ولا قوّةَ إلّا باللهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

তিন. বেশি বেশি ইস্তিগফার করা।

শেষ আবেদন

প্রিয় ভাইয়েরা, শীতকাল শুরু হয়ে গেছে, এখন রাত বড়, দিন ছোট তাই এ সময়কে আমরা ইবাদতের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। রাতের কিয়াম ও দিনের সিয়াম।

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. বলতেন,

শীতকাল - الشتاء غنيمة العابدين

ইবাদতকারীদের জন্য (ইবাদত করার) চমৎকার মৌসুম।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলতেন,

مرحباً بالشتاء تتنزل فيه البركة، ويطول فيه

الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام

শীতকালকে স্বাগতম। এ সময় (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বরকত নাযিল হয়। রাত হয় লম্বা। তাই তাহাজ্জুদ পড়া সহজ। দিন হয় ছোট। তাই রোজা রাখা সহজ।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন,

نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه ، ولذا بكى المجتهدون على التفريط - إن فرطوا - في ليالي الشتاء بعدم القيام، وفي نهاره بعدم الصيام

একজন মুমিনের জন্য শীতকাল ইবাদত করার চমৎকার মৌসুম। শীতকালে রাত লম্বা হয়। এতে সে (সহজেই) তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। দিন ছোট হয়। ফলে (সহজেই) রোজা রাখতে পারে। এজন্যই (পূর্ববর্তীদের মধ্যে) যাঁরা ইবাদত-বন্দেগিতে কঠোর পরিশ্রম করতেন তাঁরা যদি (কোনো কারণে) এ সময়ের রাতগুলোতে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারতেন

এবং দিনের বেলা রোজা না রাখতে পারতেন তাহলে এর জন্য তাঁরা কাঁদতেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শীতকালের যথাযথ কদর করার তাওফিক দান করেন আমীন।

Collected

# আকিদার দৃষ্টিকোণ থেকে সূরা ফাতেহা।

## খোরাসানের পথিক

## Junior Member

## তারিখ:০৫/১১/২০২১

---

আকিদার দৃষ্টিকোণ থেকে সূরা ফাতেহা।

بسم الله الرحمن الحيم

ان الحمد لله والصلا والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد

হামদ ও সালাতের পর

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, যেন আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, যেন এই জমিনে প্রথিষ্ঠা(প্রতিষ্ঠা) করি তাওহিদ।

আল্লাহ তায়ালা আদম আঃ কে সৃষ্টি করেছিলেন এই তাওহীদ প্রথিষ্ঠা(প্রতিষ্ঠা) করার জন্য।

তাওহিদের রয়েছেন অনেক গুরত্ব(গুরুত্ব)।

তাওহীদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়,

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর'আনে সর্বপ্রথম যেই সূরা দান করেছেন, যেই সূরা শুধুমাত্র এই উম্মাহকেই দিয়েছেন অর্থাৎ সূরা ফাতেহা, এই সূরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাওহীদ নিয়েই আলোচনা করেছেন।

১। আমরা পবিত্র কোর'আন শুরু করার পূর্বে পরি(পড়ি)

اعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

অর্থাৎ বিতারিত(বিতাড়িত) শয়তান থেকে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট

আস্রয়(আশ্রয়) চাইতেছি।

এর দ্বারা উদ্দিশ্য হল আমি সমস্ত প্রকারের তাগুত থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাই। আমি সকস্ত প্রকার তাগুতকে বর্জন করলাম।

কারন(কারণ) হল এখানে শয়তানের কথা এনেছেন আর আমরা জানি যে, সর্ব প্রথক(প্রথম) তাগুতই হল শয়তান, শয়তানই সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফুরি করেছিল, আর যত মানুষ কুফুরি করে, সীমালঙ্গন(সীমালঙ্ঘন) করে তা শয়তানের মাধ্যমেই করে। অতএব শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া, শয়তানকে বর্জন করা এর মানে হল সমস্ত তাগুতকে বর্জন করা।

২। এর পর আমরা পাঠ করি

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করতেছি

এর দ্বারা উদ্দিশ্য(উদ্দেশ্য) হল আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কেই মানি,তাঁর নামেই শুরু করেছি।

👉অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমরা পবিত্র কোর'আন শুরুই করি আউজুবিল্লাহ এর মাধ্যমে তাগুত কে বর্জনের ঘোষনা(ঘোষণা) দিয়ে আর বিসমিল্লাহির এর মাধ্যমে এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের ঘোষণা দিয়ে।

আল্লাহ তায়ালা যত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের আলোচনা এনেছে সেখানেই তাগুতকে বর্জন করা ও এক আল্লাহ কে বিশ্বাস করার কথা ডাইরেক বা ইন্ডাইরেক উল্যেখ(উল্লেখ) করেছেন।

তুমি ইসলামে প্রবেশ করবা ত কালিমার মাধ্যমে প্রথমে ঘোষনা(ঘোষণা) দাও যে,

তাগুত কে বর্জন করে এক আল্লাহ কে বিশ্বাস করেছ কি না? কোর'আন পড়বা ত আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহর মাধ্যমে ঘোষনা(ঘোষণা) দাও যে, তাগুত কে বর্জন করে এক আল্লাহর নামে শুরু করেছ কি না?

ফরজ নামাজ পড়বা ত আজানের মাধ্যমে ঘোষণা দাও তুমি তাগুত কে বর্জন করেছ কি না?

৩। এরপর পবিত্র কোর'আনের সর্ব প্রথক(প্রথম) সূরার সর্ব প্রথম আয়াত হল

الحمد لله رب العالمين

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত পৃথিবীর রব।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা اللّٰه শব্দ উল্যেখ(উল্লেখ) করে আমাদের কে توحيد শিক্ষা দিয়েছেন।اللّٰه بوجود

এই অংশ দ্বারা আল্লাহ رب العالمين তায়ালা আমাদের কে توحيد ربوبية শিক্ষা দিয়েছেন

কারন(কারণ) হল তাওহীদে রবুবিয়ত বলা হয়

وهو " إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، والتدبير

অর্থাৎ সৃষ্টি, বাদশাহি, ও রক্ষনাবেক্ষনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কে এক মনে করা।

আর رب শব্দের অর্থও হল المطاع المالك، المدبر

অর্থাৎ রবের অর্থ হল মালিক, রক্ষনাবেক্ষনা করী ও যার আনুগত্য করা হয়।

অতএব জীবন দেওয়ার মালিক আল্লাহ তায়ালা, কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা কোন বুজুর্গ বা কোন পীর সাহেব জীবন দিতে পারে, কোন পীর সাহেব রুহ দিতে পারে সে তাওহীদে রুবুবিয়াত কে অস্বীকার করেছে।

ঠিক তেমনিভাবে বিধান দেওয়ার মালিক আল্লাহ তায়ালা, বিধান দেওয়ার কাজ আল্লাহ তায়ালার, তিনি বলেন

ان الحكم الا لله

অর্থাৎ বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই

কেউ যদি বলে আল্লাহ তায়ালার বিধান এই ভূমিতে চলবে না, এই ভূমিতে আমার বিধানই চলবে, আল্লাহর আইন ত মধ্যযুগীয় আইন, রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ

তায়ালা না বরং মা দূর্গা গদে(গজে) চরে(চড়ে) এসেছে বলেই ফসল ফলেছে, এগুলু(এগুলো) সহ আরো যা আছে যেগুলুর(যেগুলোর) সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এগুলু(এগুলো) কে বান্ধার(বান্দার) সাথে শরিক করাই হল তাওহীদে রুবুবিয়তের সাথে শিরিক। যা মক্কার কাফেররাও সাহস পেত না।

অতএব বোঝা গেল যে, رب العالمين এর মাধ্যমে তাওহীদে রুবুবিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন।

الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين

এই আয়তের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা توحيد الاسماء والصفات শিক্ষা দিয়েছেন।

অতএব আমরা আল্লাহ তায়ালার সিফাতের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করব না, কোন মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দিব না, কোন ব্যক্ষা(ব্যাখ্যা) করতে যাব না। কেউ যদি এগুলুর(এগুলোর) মধ্যে তাহরিফ করে

তার তাওহীদে আসমা উস সিফাত নষ্ট।

যা স্পষ্ট।

৪।এর পর আল্লাহ তায়ালা বলেন

اياك نعبد و اياك نستعين

অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদত করি আর আপনার নিকটই সাহায্য চাই।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে তাওহীদে উলুহিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন।

কারন(কারণ) হল তাওহীদে উলুহিয়াত বলা হয়

وهو " إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة

অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কে এক সাব্যস্ত করা।

অতএব কেউ যদি ইবাদত করে মূর্তি বা কোন পির বা কোন সরকারের তাহলে তার তাওহীদে উলুহিয়াত নষ্ট হয়ে যাবে।

আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে এই আয়াতের মাধ্যমে তাওহীদে উলুহিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা বলি যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কেই এক মানি, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি।

এই ব্যপারে(ব্যাপারে) রাসুল সাঃ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস

عن أبي العباس عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما قال : كنت خلف النبي صلى اللّه عليه وسلم يوما ، فقال : ) يا غلام ، إني أُعلمك كلمات : احفظ اللّه يحفظك ، احفظ اللّه تجده تجاهك ، إذا سأَلت فاسأَل اللّه ، وإذا استعنت فاستعن ب اللّه ، واعلم أن الأ ُمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف (

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

অর্থা ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমি একদিন রাসুল সাঃ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে ছিলাম তিনি তখন আমাকে বলেন

হে ছেলে! তুমি আল্লাহ (র বিধান গুলুকে(গুলোকে)) হেফাজত কর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেফাজত করবে, আল্লাহত বিধান গুলু(গুলো) হেফাজত কর তুমি তাকে তোমার সামনেই পাইবে। যখন তুমি কোন কিছু চাইবে তা আল্লাহর নিকটই চাও, যখন সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন তুমি আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও।

যেনে(জেনে) রাখ! সমস্ত জাতি যদি একত্র হয় তোমার উপকার করতে সামান্যতম উপকারও করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু চায় ততটুকুই করতে পারবে।

সমস্ত জাতি যদি চায় তোমাকে কোন ক্ষতি করতে কেউ একটুও ক্ষতি করতে পারবে না তবে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু চায় ততটুকুই পারবে। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর কালি শুকিয়ে গেছে। (অর্থাৎ যা হবার হবেই, ভাগ্য পরিবর্তন হবে না।)

(সুনানে তিরমিজি)

অতএব এখানে আল্লাহর বিধান হেফাজত অর্থাৎ তাঁর ইবাদত এবং তাঁর কাছেই চাইতে বলেছে যেমন বলেছে সূরা ফাতেহার উক্ত আয়াতে।

👉 আল্লাহ তায়ালা এই পর্যন্ত আমাদের কে এই ৩ প্রকার শিক্ষা দিয়েছেন, এর পর আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে শিক্ষা দিতেছেন যে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট চাই যে, কারা তাওহীদের পথে চলে গেছে আর

কারা তাওহীদ কে ভঙ্গ করেছে

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে ইহা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন

اهدنا الصراط المستقيم

অর্থাৎ আমাদের কে সিরাতে মুস্তাকিম দেখান।

অর্থাৎ আমাদের কে দেখান যে, কারা তাওহীদ বোঝেছে আর কারা বোঝে নাই। কারা তাওহীদের উপর অটল ছিল আর কারা ছিল না। যেন আমরা তাদের পথে চলতে পারি যারা তাওহীদ বোঝেছে, আর যারা বোঝে নাই তাদের থেকে বেচে(বেঁচে) থাকতে পারি।

👉 এর পর আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে দেখিয়েছেন যে, কারা তাওহীদের পথে চলেছে, তাই তিনি বলেন

صراط الذين انعمت عليهم

যাদের উপর আপনি নিয়ামত দান

করেছেন তাদের রাস্তা দেখান।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়ছেন যে, যাদের কে নিয়ামত দিয়েছেন তারা তাওহীদ বোঝেছে অতএব তাদের রাস্তা দেখান,

👉প্রশ্ন হল আল্লাহ তায়ালা কাদের উপর নিয়ামত দান করেছেন?

এর উত্তর হল --আল্লাহ তায়ালা বলেন

فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَۚ

অর্থাৎ (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দিয়েছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক শহীদ ও সলিহিনদের সাথে থাকবে।

সিদ্দিকের অনেকে ব্যক্ষা(ব্যাখ্যা) করেছে সাহাবায়ে কেরাম।

অতএব বোঝা গেল যে, যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দিয়েছে তারা তাওহীদ বোঝেছে আর নিয়ামত সর্ব প্রথম দিয়েছেন নবীদের কে অতএব সর্ব প্রথম তাওহীদ বোঝেছেন নবীগন(গণ) এর পর বোঝেছেন সাহাবায়ে কেরামগন(গণ) এর পর বোঝেছে শহীদ গন(গণ) এর পর বোঝেছেন সলেহিনগন(গণ)।

এখন যেহেতু নবী ও সাহাবী গন(গণ) নাই তাই আমরা ধারনা করতে পারি যে, বর্তমানে তাওহীদ বোঝেছেন শহীদগন(গণ) এরপর সালিহিনগন(গণ)।

প্রশ্ন হতে পারে যে, সালিহীন কারা? যারা বর্তমানে জিহাদ ব্যতিত ইবাদত করতেছে তারা সালিহিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে? এর উত্তর আসবে যে, জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকা অবস্থায়

যারা জিহাদ করেছে বা করে নাই সকলেই সালিহিন কিন্তু জিহাদ ফরজে আইন হওয়া অবস্থায় যারা জিহাদ করবে না তারা সালিহিনদের অন্তর্ভুক্ত না বরং ফাসেক।

যেমনটা মুসা আঃ এর উম্মতের বেলায় বলেছিলেন

فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও ফাসেকদের মধ্যে পার্থক্য করে দেন।

সূরা মায়েদা, আয়াত ২৫

এখানে তারা ইবাদত করত কিন্তু জিহাদ না করার কারনে(কারণে) তাদের কে ফাসেক বলা হয়েছে।

👉 এর পর আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা তাদের রাস্তা থেকে পানাহ চাই যারা তাওহীদ কে ভঙ্গ করেছেন

অত:পর বলেছেন

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

অর্থাৎ যাদের উপর গজব নাজিল হয়েছে এবমগ(এবং) যারা পথভ্রষ্ট তাদের রাস্তা দেখিয়েন না।

১।এখানে মাগদুব দ্বারা উদ্দিশ্য(উদ্দেশ্য) ইহুদী আর দল্লিন দ্বারা উদ্দিশ্য(উদ্দেশ্য) নাসারা।

(তাফিসিরে জালালাইন)

২। রাসুল সাঃ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে বলেন

عن عديّ بن حاتم، قال: قال لي رسول الله ﷺ: المغضوبُ عليهم، اليهود

অর্থাৎ আদি ইবনে হাতেম রাঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমাকে রাসুল সাঃ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন মাগদুবি আলাইহিম দ্বারা উদ্দিশ্য (উদ্দেশ্য) ইহুদী।

(তাফসিরে তবারী)

৩। রাসুল ও(আরও) বলেন

عن عدي بن حاتم، قال: قالَ لي رسول اللّٰه ﷺ: "إن الضّالين: النّصارى

অর্থাৎ আদি ইবনে হাতেম রাঃ থেকে বর্নিত আল্লাহর রাসুল আমাকে বলেন, দল্লিন দ্বারা উদ্দিশ্য(উদ্দেশ্য) হল খৃষ্টান।

(তাফসিরে তবারী)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে বোঝিয়েছেন যে, ইহুদী ও নাসারারা আমার সাথে শিরিক করে তাওহীদ ভঙ্গ করেছে অতএব তোমরা তাদের থেকে পানাহ চাও। তাদের রাস্তায় চলিও না।

ইহুদীরা উজাইর আঃ কে আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা ইসাহ(ঈসা) আঃ কে আল্লাহর পুত্র বলে অতএব তাদের রাস্তা থেকে বিরত থাক। তোমরা ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রিয় (রাষ্ট্রীয়) জীবন পর্যন্ত নবী, সাহাবা, শহিদ ও সালিহীনিদের পথ ধর।

কোন ইহুদী কিংবা নাসারাদের পথ ধরিয়ও না।

الله اعلم بالصواب

যেই যেই কিতাব অধ্যায়ন করে লেখাগুলু(গুলো) লেখেছি

১(১) شرح فقه الاكبر لملا علي قاري

(২) تفسير الكبير

(٣) تفسير جلالين

(٤) مدارج السالكين لابن قيم

(٥) شرح عقيدة الطحاوي لابن البطة الحنفي

এই তাফসির ও আকিদার কিতাবগুলু(গুলো) সহ আরো কিছু কিতাব থেকে নিয়েছি।

**সমাপ্ত**

# সুলতান শামসুদ্দীন আল-তামাশ রহ.

বদর মানসুর
Senior Member

**তারিখ:০৬/১১/২০২১**

---

সুলতান শামসুদ্দীন আল-তামাশ রহ.

ভারতের দিল্লিতে যার নামে ‘কুতুব মিনার’ দাঁড়িয়ে আছে তিনি হলেন খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী। গোনাহ মুক্ত জীবনের একটি নমুনা ফুটে ওঠেছে তাঁর জীবনীতে। ‘ওলামায়ে হিন্দকা শানদার মাজি’ কিতাবে একটি ওয়াকেয়া লিখিত হয়েছে। ওয়াকেয়াটি হলো-

আল্লামা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী মৃত্যুর আগে তার সন্তান ও খলিফাদের ওসিয়ত করলেন যে, আমার মৃত্যুর পর যাকে-তাকে দিয়ে আমার জানাযা পড়াবে না। আমার জানাযা যে ব্যক্তি পড়াবে; তার মধ্যে ৪টি গুণ থাকতে হবে। যদি এ ৪টি গুণ কোনো ব্যক্তির জীবনে পাওয়া না যায়; তবে বিনা জানাযায় আমার লাশ দাফন করবে।খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শর্তগুলো হলো-

যে ব্যক্তি জীবনে কোনো দিন তাকবিরে উলা ব্যতিত নামাজ পড়েনি; এমন ব্যক্তি।

যার জীবনে একদিনও তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি; এমন ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি তার চোখের দ্বারা পরনারী

দেখে কখনো গোনাহের কল্পনা করেনি;

যে ব্যক্তি জীবনে কোনো দিন আছরের সুন্নাতও কাজা করেনি।

খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী ইন্তেকাল করলেন। ইন্তেকালের পর তাঁকে জানাযার জন্য প্রস্তুত করে মাঠে নেয়া হলো। সেখানে উল্লেখিত ৪টি শর্ত উল্লেখ করে ঘোষণা করা হলো- যিনি বা যারা এ গুণগুলোর অধিকারী; তিনি খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর জানাযা পড়ানোর জন্য সামনে আসুন।

মাঠ ভর্তি মানুষ। কোনো সাড়া শব্দ নেই। এতো অনেক বড় গুণের কথা। এ গুণ অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। সারা মাঠের লোকগুলো মাথা নিচু করে অশ্রু বিসর্জন দিতে

লাগলো। নিজেদেরকে অপরাধী মনে করে
নিরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

মাঠ থেকে কোনো প্রতি উত্তর না আসায়
খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী'র ছেলে,
খলিফা, ছাত্রসহ শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিনা জানায়া
তাকে দাফনের সিদ্ধান গ্রহণ করলেন। সন্তান
ও খলিফারা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিনা
জানাযায় দাফন করার জন্য রওয়ানা হবেন।
এমন সময়-

সামনের কাতার থেকে একজন লোক
কদম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'থামো!' কফিনে
হাত লাগিয়ে বললেন, 'আমি জানাযা পড়াব।'

এ ব্যক্তি আলেম নয়, তবে সাধারণ
মানুষও নয়; তিনি হলেন দিল্লির সুলতান

শামসুদ্দীন আল-তামাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

দিল্লির সুলতান শামসুদ্দীন আল-তামাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কফিনের সামনে গিয়ে কাফন সরিয়ে খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর কপালে চুমু খেয়ে বললেন, ‘ওগো আল্লাহর ওলি! সারা জীবন নিজে আমল করে করে; তোমার আমল গোপন করে তুমি চলে গেলে; আর আজকের এ ময়দানে আমার আমলগুলোকে প্রকাশ করে দিলে।’ আমি ভয় করি; আমার আমলগুলো প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় না জানি আমি ধ্বংস হয়ে যাই।’ এ হলো গোনাহমুক্ত জীবনের নমুনা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সবাইকে উল্লেখিত গুণগুলো অর্জন করার তাওফিক দান করুন। গোনাহমুক্ত জীবন গঠন

করার তাওফিক দান করুন। কুরআন-হাদিস মোতাবেক জীবন সাজানোর তাওফিক দান করুন।

**সমাপ্ত**

# রেওয়াজি উপহার : সামাজিকতার এক নিষ্ঠুর চেহার।

abu ahmad

Senior Member

**তারিখ:০৬/১১/২০২১**

---

রেওয়াজি উপহার : সামাজিকতার এক নিষ্ঠুর চেহারা

বিয়ে-শাদি আকীকা কিংবা এ জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানে কেউ যখন আমন্ত্রিত হয় তখন সেখানে কোনো উপহারসহ উপস্থিত হওয়া যেন আমাদের একপ্রকার সামাজিক বাধ্যবাধকতা। এ বাধ্যবাধকতা দুই দিক থেকেই। যিনি আমন্ত্রিত, তিনি ভাবেন-একটি মানসম্মত উপহার ছাড়া সেখানে যাওয়া যাবে না। আবার যারা আমন্ত্রক, তারা অতিথিদের

বরণ করার তুলনায় উপহার গ্রহণের প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়ে থাকেন। উপহার গ্রহণের জন্য থাকে ভিন্ন ব্যবস্থাপনা। এবং সেটাও অনেকটা এমনভাবে, যেন চক্ষুলজ্জার কারণে হলেও কেউ উপহার প্রদান না করে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে না পারেন। এটাও এখন সামাজিকতা।

এ উপহার এখন নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। কিছুকাল আগেও রেওয়াজ ছিল, উপহার দেওয়ার জন্য পছন্দসই কোনো কিছু কিনে ‘গিফট পেপার’ দিয়ে মুড়িয়ে তা নিয়ে যাওয়া হত। সে রেওয়াজ কিছুটা এখনো আছে। তবে এখনকার রেওয়াজ অনেকাংশেই নগদ টাকা। কেউ চাইলে এটাকে কোনো রেস্টুরেন্টের বিল পরিশোধের সঙ্গেও মিলিয়ে ভাবতে পারেন। তবে পার্থক্য হল, রেস্টুরেন্টে বিল দিতে হয় খাবার পর, আর অনুষ্ঠানে দিতে হয় খাবারের আগে।

। ২।

আসলে এ সামাজিকতায় মৌলিকভাবে দুটি ভালো দিকও রয়েছে এবং দুটোই ইসলামসমর্থিত। কেবল সমর্থিত বললেও অবশ্য যথেষ্ট নয়, এ দুটি বিষয় ইসলামে কাঙ্ক্ষিতও। এক. উপহার প্রদান, দুই. অন্যের আনন্দে শরিক হওয়া। পারস্পরিক উপহার আদান-প্রদানের বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ- লক্ষ করুন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা ঈমান না আনবে,

আর যতক্ষণ তোমরা একে অন্যকে ভালো না বাসবে ততক্ষণ তোমরা (পূর্ণ) ঈমানদারও হতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিই, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটাও। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৮

আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রাহ. তার 'আলআদাবুল মুফরাদ' নামক গ্রন্থে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تَهَادَوْا تَحَابّوا.

তোমরা একে অন্যকে উপহার দাও, ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। -আলআদাবুল মুফরাদ,

হাদীস ৫৯৪

উল্লেখিত দুটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি-

১. জান্নাতে যেতে হলে ঈমান আবশ্যক। ঈমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

২. ঈমান যদিও আল্লাহ তাআলার ওপর এবং নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, পরকাল ও তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের নাম, কিন্তু পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে এবং ঈমানের পূর্ণ সুফল পেতে চাইলে এ বিশ্বাসের পাশাপাশি ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসাও জরুরি।

৩. পারস্পরিক এ ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য

দুই হাদীসে দুটি পথ বলে দেয়া হয়েছে- এক. অধিক হারে সালামের প্রচলন ঘটানো, দুই. পারস্পরিক উপহার আদান-প্রদান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

تهَادَوْا فَإِنّ الهَدِيّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصّدْرِ.

তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া-উপহার দাও। এ উপহার অন্তরের শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৩০

উপহারের আদান-প্রদানে সামাজিক বন্ধন যে কতটা বৃদ্ধি পায় তা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। এটা আমাদের দেখা বাস্তবতা। পারস্পরিক এ নেয়া-দেয়াটা যখন

স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় তখন দূর-বহুদূরের কারও সঙ্গেও গড়ে ওঠে আত্মার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অনেক সময় ছাড়িয়ে যায় রক্ত ও আত্মীয়তার বাঁধনকেও। এসবই মানুষের স্বাভাবিকতা।

আবার কাছের বা দূরের কোনো আত্মীয় কিংবা কোনো প্রতিবেশী বা বন্ধুর যখন কোনো খুশির উপলক্ষ আসে তখন তার সে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াটাও আত্মীয়তা, প্রতিবেশ কিংবা বন্ধুত্বের দাবি। সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে মোরা পরের তরে-এটা তো ইসলামের শিক্ষাই। তাই কারও বিপদে যেমন পাশে দাঁড়াতে হয়, পাশে থাকতে হয় কারও সুখের সময়ও। এটাই সামাজিকতা। এ নিয়েই আমাদের সমাজ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের আদেশ করেছেন আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী প্রমুখের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে। পড়ৃ–ন-

وَ اعْبُدُوا اللّٰہَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَیْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا، وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ، وَ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ، اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا.

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না। আর সদাচরণ কর বাবা-মায়ের সঙ্গে এবং আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। -সূরা নিসা (৪) : ৩৬

এই আয়াতে আমাদেরকে যেমন লা-

শারিক আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ করা হচ্ছে, একই গুরুত্বের সঙ্গে বাবা-মায়ের সঙ্গে সদাচারের আদেশও করা হচ্ছে। আর বাবা-মায়ের পাশাপাশি উল্লেখিত হয়েছে আত্মীয়-স্বজন এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশীসহ আরও কতজন। আদেশ করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণের। সুন্দর আচরণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি-তাদের বিপদে সহযোগিতা করতে হবে, তাদের সঙ্গে কোনো মন্দ আচরণ করা যাবে না ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, এগুলোও সুন্দর আচরণ। কিন্তু কেবল এগুলোই নয়, সুন্দর আচরণের সীমা আরও বিস্তৃত। সুন্দর আচরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কেউ যখন কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান করে, তখনো সে চায়- তার কাছের সবাইকে নিয়ে সে আনন্দ উদ্যাপন করবে। আবার তার ঘনিষ্ঠ যারা তারাও আশা করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সে অনুষ্ঠান করবে। একে অন্যের কাছে এটা সামাজিকতার দাবি,

ঘনিষ্ঠতার দাবি। শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুসারে উভয়েরই এ দাবি রক্ষা করা উচিত। কাছের কেউ যখন কোনো আমন্ত্রণে সাড়া না দেয় কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানায়, তখন আমরা অনুভব করি এর গুরুত্ব।

তাই বিয়ে-শাদিসহ এরকম কোনো অনুষ্ঠানে যদি কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত কিংবা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সংকট না থাকে, তখন ওই আমন্ত্রণ সে রক্ষা করবে- এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখুন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন-

شَرّ الطّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأ َغْنِيَاءُ
وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰه َ

وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم.

যে ওলিমায় কেবল ধনীদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় আর গরীবদেরকে বর্জন করা হয়, সে ওলিমার খাবার নিকৃষ্ট খাবার। আর যে আমন্ত্রণ রক্ষা করে না, সে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের অবাধ্য হল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৭৭

এই হাদীস থেকে আমরা দুটি বার্তা পাই। এক. কেউ যখন বিয়ে-পরবর্তী ওলিমার আয়োজন করবে, তখন সেখানে বেছে বেছে কেবল ধনীদেরকেই আমন্ত্রণ করবে না, বরং ধনী আত্মীয়, ধনী প্রতিবেশী আর ধনী বন্ধুবান্ধবের পাশাপাশি তুলনামূলক অসচ্ছল গরীব আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুদেরও দাওয়াত করবে। আর যদি কাউকে কেবল এজন্যেই আমন্ত্রণ জানানো না হয় যে, সে

গরীব, তাহলে সে ওলিমার খাবার হবে নিকৃষ্ট খাবার!

দুই. কাউকে যখন এমন কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়, সে যেন তাতে শরিক হয়। তাতে অংশগ্রহণ না করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অবাধ্যাচরণ করারই নামান্তর। আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

حَقّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدّ السّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের পাঁচটি অধিকার- ১. সালামের

জবাব দেওয়া, ২. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, ৩. জানাযায় শরিক হওয়া, ৪. দাওয়াত করলে তা রক্ষা করা, ৫. হাঁচির জবাবে দুআ পড়া। - সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৪০

তাই আমন্ত্রণ রক্ষা করা কেবল সামাজিকতার দাবিই নয়, এ দাবি বরং মুমিনের কাছে ঈমানের দাবি।

অনেকে আবার অসচ্ছলদের দাওয়াতকে পরোয়া করেন না। অথচ নৈতিকতার দাবি হল, সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা কারও দাওয়াতেই অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সাড়া দেওয়া উচিত। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় জীবনাদর্শ আমাদেরকে এ শিক্ষা-ই দেয়। তাঁকে যখন কেউ আমন্ত্রণ করত, তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। আমন্ত্রণকারী ধনী না গরীব, সচ্ছল না অসচ্ছল,

সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না কোনো সাধারণ ব্যক্তি- এসব বিষয় তিনি মোটেও লক্ষ করতেন না। তিনি স্পষ্ট বলেছেন-

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَ   جَبْتُ.

আমাকে যদি (বকরির পায়ের) মাংসবিহীন চিকন হাড় খেতেও দাওয়াত করা হয় তবুও আমি সে দাওয়াত রক্ষা করব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৭৮

হ্যাঁ, যদি আমন্ত্রণ রক্ষা করায় কোনো সংকট থাকে, যেমন, আমন্ত্রণকারী আয়-উপার্জনে হালাল-হারামের বিবেচনা না করে, আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে উল্টো আরও কিছু গোনাহে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় কিংবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো বাস্তব সমস্যা,

তাহলে সেখানে অংশগ্রহণ না করার সুযোগ রয়েছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সে দাওয়াতে না যাওয়াটাই অধিক কাঙ্খিক্ষতও হতে পারে।

। ৩।

এ তো হাদিয়া-উপহার আর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রক্ষা করার ক্ষেত্রে মৌলিক কথা। কিন্তু আমরা সামাজিকভাবে এ বিষয়টি যেভাবে নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছি, এখন তা নিয়ে অবশ্যই ভাবনার অবকাশ আছে। স্বাভাবিক সময়ে কেউ যদি কারও অতিথি হয় তাহলে সাধারণত গৃহকর্তাদের জন্যে কিছু একটা নিয়েই যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যার যা ইচ্ছা তা-ই নেয়। দামি-কমদামি নানান কিসিমের জিনিসই মানুষ নিয়ে যায় অতিথি হিসেবে।

এটাও হাদিয়া, আবার অতিথির আপ্যায়নও তো একপ্রকার হাদিয়া। কিন্তু সংকট হল বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে। বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান, আকীকার অনুষ্ঠান- এ জাতীয় আরও যত অনুষ্ঠান, সেখানে যদি কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তবে সে আমন্ত্রণ কেউ কেউ যেমন খুশিমনে গ্রহণ করে এবং তা সাগ্রহে রক্ষাও করে, আবার এই আমন্ত্রণ অনেকের জন্যেই বিপদেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাদের অভাবের বা টানাটানির সংসার, কিংবা যাদেরকে চলতে হয় অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে এবং একটি নির্দিষ্ট আয় দিয়ে, তারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর প্রতিবেশীর এরকম আনন্দ অনুষ্ঠানের সংবাদে ও আমন্ত্রণে যেমন আনন্দিত হয়, পরক্ষণেই আবার দুশ্চিন্তায়ও ছেয়ে যায় তাদের চেহারা। কারণ সেখানে একটা মানসম্মত 'গিফট' দিতেই হবে। সামর্থ্য যতটুকু আছে তাতে মান রক্ষা হয় না। আর মান রক্ষা

করতে গেলে নিজের ক্ষমতায় কুলায় না। আপনজন কারও বিয়েতে বা অন্য কোনো আয়োজনে শরিক না হওয়ার কোনো ইচ্ছাও নেই, আবার সামাজিকতা রক্ষা করে সেখানে শরিক হওয়ার মতো সচ্ছলতাও নেই। এ এক উভয়সংকট। আর বিয়ের দাওয়াতের অর্থই হল- আপনাকে উপস্থিত হতেই হবে এবং মানসম্মত উপহারও নিয়ে যেতে হবে। এ উপহার গ্রহণ করার জন্য করা হয় নজরকাড়া আয়োজন। তা আবার 'দলিলস্বরূপ' লিখেও রাখা হয়। এরপর চলে হিসাব- কে কত দিল এবং কত খরচ হল আর কত টাকা উঠে এল। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক বাস্তবতাটা এমনই।

একটা সময় যখন বিভিন্ন উপহারসামগ্রী কিনে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, তখন এ রেওয়াজের মধ্যেও একটু আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল। কিছু উপহার ঘরে স্মৃতি হিসেবে রেখে

দেওয়া হত, কিছু আবার ভাই-বোন কিংবা এজাতীয় কাছের আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হত। ওসব এখন আর নেই বললেই চলে। এখনকার বাস্তবতা হল- দাওয়াত দিলাম, আসবেন, খাবেন এবং টাকা দিয়ে চলে যাবেন। আরও মজার বিষয় হল, এ উপহার যেন 'মানসম্মত' হয় সেজন্য অনুষ্ঠানের তারিখটাও 'সুবিধামতো' নির্ধারণ করা হয়।

এর প্রতিক্রিয়া বিপরীত দিক থেকেও হয়। আমন্ত্রণ জানানো হল একজনকে, কিন্তু টাকা যা দিতে হবে তা তো একজন খেয়ে 'পোষাতে পারবে' না। তাই আমন্ত্রকের অনুমতি এবং মৌন সম্মতি ছাড়াই সে নিয়ে যায় তার ছেলে, ভাই কিংবা বন্ধুকে। যেন পুষিয়ে আসার একটু চেষ্টা! এতে যে আমন্ত্রণকারীর অতিথি-আপ্যায়নে ব্যাঘাত ঘটবে না- এ নিশ্চয়তা দেবে কে? একটি অন্যায় সামাজিকতা

এভাবেই আরেকটি অন্যায়কে টেনে নিয়ে আসে।

কারও বাড়িতে বেড়াতে যাবার সময় যেমন কখনো ফল নিয়ে কখনো মিষ্টি নিয়ে কিংবা অন্য আরও কিছু নিয়ে যাই আমরা, এসব অনুষ্ঠানে উপহারের বিষয়টিকেও যদি এরকম উন্মুক্ত রাখা হত এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হত, তাহলে এখনকার মতো সংকটের সৃষ্টি হত না। কেউ যদি সামাজিক কিংবা পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে কাউকে হাদিয়া দেয় আর তা আন্দাজও করা যায়, তবে তা গ্রহণ করা কতটুকু বৈধ হবে- তাও ভাবনার বিষয়। হ্যাঁ, কেউ যদি আন্তরিকভাবেই কাউকে উপহার দিতে চায়, কারও আনন্দে সেও একটু শরিক হতে চায়, তাহলে এ সুযোগ তো থাকবেই। তবে এজন্য আনুষ্ঠানিকতার বাধ্যবাধকতা কেন?

এভাবে কতরকমের রেওয়াজ যে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে! অবশ্য এর অধিকাংশই বিয়েশাদি কেন্দ্রিক। একবার বিয়েতে টাকা, এরপর ছেলেপক্ষের হলে নতুন বউকে আর মেয়েপক্ষের হলে নতুন জামাইকে সালামি। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এক পক্ষের আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা এবং উপহার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এবং এর প্রত্যুত্তরে ওপক্ষ থেকেও একই মানের দাওয়াত ও উপহার। সামাজিকতার এ ছোবল সত্যিই ভয়ংকর।

আমরা যদি এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে চাই, তাহলে প্রথমেই এগিয়ে আসতে হবে আমন্ত্রকদের। তারা যদি অনুষ্ঠানে কেবল অতিথিকেই বরণ করে আর উপহার গ্রহণের আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা না রাখে, তবে

অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়বে এ অন্যায় সামাজিকতা। আর যারা অতিথি, তারাও যদি একটু হিম্মত করতে পারেন, তাহলে তো দাফনই হয়ে যেতে পারে এ অন্যায়ের।

কিছু কিছু মানুষকে উদ্যোগী হতে দেখাও যায়। হয়ত এ উপলব্ধি থেকেই তারা ওলিমার দাওয়াতপত্রে লিখে দেন- 'দয়া করে সাথে কোনো গিফট আনবেন না'। এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। এর দ্বারা আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেরই হয়ত টনক নড়বে। আরও মানুষ উদ্যোগী হবে।

যাইহোক, সামাজিক চাপ নয়; হাদিয়া আদান-প্রদান হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। ইসলামের হাদিয়ার যে ধারণা ও শিক্ষা সে অনুসারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (কাউকে কিছু) দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেওয়া থেকে বিরত থাকে; আল্লাহর জন্যই যে ভালোবাসে আর আল্লাহর জন্যেই যে ঘৃণা করে, ... সে তার ঈমান পূর্ণ করল। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫২১

তাই প্রচলিত সামাজিক রীতি-রেওয়াজের অন্ধ অনুসরণ নয়,পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে চাইলে প্রাধান্য দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই। সমাজ কী বলল- সেটা দেখার বিষয় নয়। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের পরিচয়। সামাজিকতার চাপে নয়, কাউকে যদি কিছু সে উপহার দেয়, তাহলে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে, যদি কাউকে না দেয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। ঈমানের

পূর্ণতার জন্য আমাদেরকে এখানে উঠে আসতেই হবে।

*******************************

Collected

'যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ'-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

**সমাপ্ত**

# দাজ্জালী বিশ্ব কিছুতেই আপনাকে পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দিবে না

Jahidur Rahman

Junior Member

## তারিখ:০৬/১১/২০২১

---

দাজ্জালী বিশ্ব কিছুতেই আপনাকে পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দিবে না

দাজ্জালী বিশ্ব হচ্ছে এমন এক শিকড়বিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্ব যা আপনাকে প্রতিনিয়ত অন্ধকারের দিকে দাওয়াত দিতে থাকবে। আর যদি কোনোভাবে দাজ্জালী বিশ্বের দাওয়াতে সাড়া দেন, তবে

নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ তা’আলার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচনাকে দীর্ঘায়িত না করে দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো, যাতে করে আমাদের পুরো আলোচনা বুঝতে সুবিধা হয়।

প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি আসলে দাজ্জালী বিশ্ব আমাদেরকে সম্ভাব্য কোন কোন দিকে দাওয়াত দিতে পারে? আমাদেরকে নিশ্চিতভাবেই একটি জিনিস ধরে নিতে হবে যে দাজ্জালী বিশ্ব অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত দিকে দাওয়াত দিবে, যা স্পষ্টরূপে গোমরাহির পথ। তারা আমাদেরকে অশ্লীল গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, নারী ও মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের দিকে দাওয়াত দিবে থাকবে, আর এগুলো ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এগুলোই হচ্ছে দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থার চাকচিক্যময়

উপায়-উপকরণ। বেহুদা কথাবার্তা আর অসার খেলা-ধুলাই দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থার সহজলভ্য উপকরণ। তারা এগুলোর মাধ্যমে এমন এক কুরুচিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে চায়, যেখানে নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশা করতে পারবে কোনো প্রকার বাঁধা ছাড়াই। আর এটা তো সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী বিধান বাদ দিয়ে তারা তাদের কুরুচিপূর্ণ দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমন এক কমপ্লেক্স সিস্টেম চালু রেখেছে যেখানে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি পদে পদে বাঁধার সম্মুখীন হবেই, এটা সুনিশ্চিত। এটা এমন এক শয়তানি বিশ্ব ব্যবস্থা যেখানে আপনি চাইলেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী বিধান অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে জীবন-যাপন করতে পারবেন না। আপনাকে পদে পদে বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে। এটা এমন এক জটিল

সিস্টেম যেখানে আপনি না চাইলেও ওরা ঠিকই আপনাকে চোখের যিনা করতে বাধ্য করবে। এটা এমন এক জটিল সিস্টেম যেখানে আপনি না চাইলেও ওরা ঠিকই আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করতে বাধ্য করবে। দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে আপনি এমন সব গুনাহ করতে বাধ্য হবেন, যা হয়তো আপনি কখনোই করতে চাইবেন না। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন যে বেহায়া সুন্দরী নারীদের দিকে তাকাবেন না। কিন্তু দাজ্জালী বিশ্ব এমন সব উপায়-উপকরণ তৈরি করে রেখেছে যা আপনার অবচেতন মনে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি করবে। ফলে আপনি বাধ্য হবেন ফিতনায় জড়াতে। দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থা এমন সব উপায়-উপকরণ দিয়ে আপনাকে সব সময় ব্যস্ত রাখবে, ফলে আপনি দৈনন্দিন ইবাদতগুলোও যথাযথোভাবে আদায় করতে পারবেন না। ওরা আপনার সমাজের চারপাশে এমন সব

ফিতনার উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে যা আপনাকে কোনোভাবেই দ্বীনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে দিবে না। বরং এই দাজ্জালী বিশ্ব আপনার ইবাদতের নূন্যতম জায়গাটুকুও ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলবে। ফলে কিছুতেই আপনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতে পারবেন না। তাই একথা হলফ করে বলা যায় যে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে এই শয়তানি দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থা।

এক্ষেত্রে আমাদের করণীয়,

একথা মোটামুটি নিশ্চিত যে যতদিন পর্যন্ত আমরা এই দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে মুসলিমরা দ্বীনের মধ্যে

পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে পারবে না এবং মুসলিমদের দুরবস্থারও কোন পরিবর্তন হবে না। তাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে দাজ্জালী বিশ্ব ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাতের জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে করে কুফরী বিশ্ব ব্যবস্থার উৎখাতের মাধ্যমে ইসলামী শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এজন্য দাওয়াহ, ইদাদ ও জিহাদের নববী মানহাজে আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ফিরে আসতে হবে। তবেই দ্বীন কায়েমের পথে সফলতা আশা করা যায় ইনশা আল্লাহ্।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে কথাগুলো বোঝার তাওফিক দান করেন। আমিন

**সমাপ্ত**

# আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ময়দানে শাহাদাত বরণ

আহমেদ মুসআব

Junior Member

তারিখ:০৬/১১/২০২১

---

আল্লাহু আকবার আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ময়দানে শাহাদাত বরণ

হযরত আউফ ইবনে হারেছ (রাযি) রাসুল (সা) কে জিজ্ঞেসা করলেন,

হে আল্লাহর রাসুল! বান্দার কোন বিষয়টি তার প্রতিপালককে হাসায় অথাৎ, খুশি ও আনন্দিত করে?

নবিজি (সা) তার জবাবে বলেন,

"নগ্ন দেহে শত্রু সেনার রক্তে মুসলমান সৈন্যর হাত রঞ্জিত করে ফেলা"।

হযরত আউফ রাযি একথা শোনার সাথে সাথে পরনের লোহার পোশাক খুলে ফেলেলেন।

এরপর তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। আল্লাহ তাকে রহম দ্বারা ঢেকে নিন। [১]

সুবহানাল্লাহ! কত মহান মর্যাদা শাহাদাত।

যে কারণে কিনা আরশের মালিক মহান

রাব্বুল আলামিন পর্যন্ত হাসেন।

সুবহানাল্লাহ!

আমরা কে না চাই মহান রব আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুক?

প্রিয় ভাই একটু লক্ষ্য করি আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর কখন হাসবেন যখন বান্দা শত্রু সেনাদের রক্ত জড়াবে। আর শত্রু সেনা কোথায় পাব? নিসঃন্দেহে জিহাদের ময়দানে। সুতরাং আমাদের সবার মনের ভাবনা যদি থাকে আল্লাহ যেন আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে।

প্রিয় ভাই যত কষ্ট বিপদই আসুক না কেন এই পথ থেকে বিচলিত না হওয়া চাই ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং সংক্ষিপ্ত একটি রাস্তা আছে যার দ্বারা মহান কারীম রব বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে হাসতে থাকে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই মোবারকবাদ ইবাদত (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) করার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন আমিন।

নোট:

১. সীরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী রহ}২/১১৫।

**সমাপ্ত**

# ফিলিস্তিনের প্রতি -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

Jannat1

Junior Member

**তারিখ:০৭/১১/২০২১**

---

ফিলিস্তিনের প্রতি -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ফিলিস্তিনের প্রতি

আপনাদের সন্তানদের রক্ত হচ্ছে আমাদেরই সন্তানদের রক্ত, আপনাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত, রক্তের বদলা হচ্ছে রক্ত,

ধ্বংসের বদলা হচ্ছে ধ্বংস। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এ প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা তোমাদের পতন হতে দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বিজয় অর্জন করি অথবা সেই স্বাদ গ্রহণ করি যা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেছে।

শুরুতে আমি মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানাতে চাই "জেরুজালেম ইহুদিবাদ হবার নয়" ক্যাম্পেইনের সফল ধারাবাহিকতার জন্য। ভাইয়েরা আমার আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। যখন আপনারা শত্রুর দুর্গের আক্রমণের জন্য বের হন তখন আপনাদের বিদায় জানানো আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক। আমি আজ আরব ইহুদীবাদীদের একটি গোষ্ঠীর হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

ফিলিস্তিনী ইস্যু এখন একটি খেলায়

পরিণত হয়েছে। শান্তির দস্তরখানে হীন অপরাধীদের দ্বারা একটি বল ছোড়া হয়েছে যখন এটি তাদের স্বার্থের সাথে মিলে গিয়েছে। এটি সম্ভব আবুধাবিতে, কাতারে... এগুলো খোলাখুলিভাবেই অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য মিটিং সম্পর্কে শোনার প্রত্যাশা করে... আর আমি আপনাকে অবাক করা কিছু বলতে পারি। এই নেতা গুলো অনেক ইহুদিদের চেয়েও বেশি ইসরাইল প্রেমী।

আমেরিকা হচ্ছে ইহুদি অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সমর্থক ও এর অফিশিয়াল পৃষ্ঠপোষক। তারা ইহুদি রাষ্ট্রটির অর্থায়ন করে এবং সর্বাধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তির যোগান দেয়।

ফিলিস্তিনি ইস্যু একটি মৌলিক ইস্যু কারণ তা এমন প্রতিটি মুসলিমকে উদ্বিগ্ন করে যে তার ধর্ম ও উম্মাহকে নিয়ে গর্বিত। পরিশেষে আপনার সামনে আফগানদের মত একটি মহান উদাহরণ রয়েছে। তাদের অনুসরণ করুন। সুতরাং বিপ্লবী স্বাধীন

মুসলমান পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের সাথে অংশগ্রহণ করো।

প্রত্যেক জায়গায় যেন আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে জেরুজালেম কখনো ইহুদিবাদীদের হবেনা বি-ইজনিল্লাহ।

***

জেরুজালেম ইহুদিবাদী হবার নয়

পর্ব-১

ফয়সাল থেকে বিন যায়েদের প্রতি।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত

হোক আল্লাহর রসূলের উপর

তার পরিবারবর্গের উপর, সাহাবীদের উপর এবং তাদের ওপর যারা তাঁর অনুসরণ করে। সারা বিশ্বের প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। আমি আজ আরব ইহুদিবাদীদের এক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। বিশেষভাবে বিন জায়েদ-যে ইহুদীবাদ প্রকল্পে আবেগ সঞ্চালন করে উম্মাহর সমর্থন অর্জনের জন্য।

উম্মাহর একদল বীরের শহীদ হওয়ার কারণে আমি উম্মাহর প্রতি দুঃখ প্রকাশ করছি।

আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আর তার রহমতের ছায়ায় চলে তাদের সাথে আমাদের পুনরায় একত্রিত করুন। শহীদদের এই বিভিন্ন দলে রয়েছেন আমাদেরই ভাই

মোহাম্মদ সাইদ আশ শামরানী

আবু হুরাইরা আস সানআনী

হিশাম আল ইসমাভি

শাইখ আবু মুসাআব আব্দুল ওদুদ

এবং আবু মোহাম্মদ আস সুদানি। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন।

এই সম্মানিত ভাইয়েরা পরকালের জন্য এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। যখন তারা প্রতিরক্ষা করে চলছিলেন তাদের ধর্ম তাদের উম্মাহ, তাদের পবিত্রতা...

আগ্রাসী ক্রুসেডার ও তাদের ভারাটেদেরকে সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধের মাধ্যমে তারা বীরত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার উপমা তৈরি করেছেন। তাদের জন্য পথ আলোকিত করার মাধ্যমে,যাদের রাস্তা হচ্ছে জিহাদ, নিঃস্বার্থতা ও কোরবানি। মোহাম্মদ সাঈদ আশ শামরানীকে আল্লাহ রহম করুন,যার মৌলিক উদ্বেগ ছিল তার উম্মাহ।

সাহসিকতার সাথে তিনি মোহাম্মদ বিন মাসলামার(রহিঃ) ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করেন।

আর তাই তিনি এই যুগের আদর্শ ক্রুশের সেনাবাহিনীকে বিদ্ধ করলেন।

তিনি তাদের কঠোর ভাবে আঘাত করলেন তার সমাবেশে বিদ্যমান লোকদের সাথে নিয়ে। আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আল্লাহ রহম করুন দৃঢ়চিত্ত আমির, নির্ভীক সিংহ যিনি তাঁর ডেরায় ছিলেন খুবই দৃঢ়চিত্ত ।

আবু হুরাইরা আস সানআনীকে, তিনি আরব উপদ্বীপের তার মুজাহিদ ভাইদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যারা এক নিরপেক্ষ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে, যারা ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনী, আমিরাতের ও

সৌদি বেতন ভোগীদের এবং সাফাভীদের বেতনভোগী কর্মচারী।

তিনি চাপের মুখে পিছু হটেননি এবং দমেও যাননী বরং তিনি পতাকা উঁচু করে রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি তার বিশুদ্ধ রক্তে রঞ্জিত হওয়ার মাধ্যমে সফলতায় পৌঁছেছেন।

আমি তোমার নিকট এবং এর মুজাহিদ সন্তানদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে চাই ধৈর্যশীল বীর শহীদ হিশাম ইসমাভী (রহিঃ) এর জন্যও। আর যখন হিশাম ইসমাভী উল্লিখিত হন তখন তার দুই সাথী ইমাদ আবদুল হামিদ ও উমার রিফাঈ সুরুর (রহিঃ)কেও উল্লেখ করা উচিত।

ও নিঃস্বার্থ তার এ আলোকবর্তিকাধারীগণ আমাদের এই আশা যোগায় যে মিশরের দৃঢ়চিত্ত ধৈর্যশীল ভূমি বীর যোদ্ধা জন্ম দিতে থাকবে। যারা বহন করবে জিহাদ, দাওয়াত ও নিঃস্বার্থতা, মহাত্ত সম্মান ও গর্বের পতাকা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

যেমন আমার ভাই শাইখ মুজাহিদ ও বিজ্ঞ আমির আবু মুসা আব্দুল ওয়াদুদ তিনি ছিলেন ইসলামী মাগরিবের জিহাদের উঁচু ব্যক্তিত্ব সমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তার উপর এবং তার সাথী দয় আবদুল হামিদ ও আবু আব্দুল করিমের উপর রহম করুন। আমি দোয়া করি, উম্মাহর জন্য চরম প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে মহান কোরবানি করেছেন সেজন্য আল্লাহ যেন তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

শায়খ আবু মুসা নেতৃত্ব দিয়েছেন মুজাহিদিনদের একত্রিকরণ, মুসলিমদের মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা এবং মুসলিমদের এক সারিতে একত্র করার পথে সমসাময়িক ক্রুসেডের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। শাইখ আবু মুসা উদারতা ও নির্স্বার্থ তার এক মহান ইতিহাস গড়েছেন। আমাদের কর্তব্য তার জীবনে আলোকপাত করা যেন আমরা সমৃদ্ধির জন্য অনুকরণ যোগ্য একটি উদাহরণ

হতে পারি।

যাই হোক আমি এখানে ইতি টানব তার এবং তার মহান সাথীদ্বয়ের প্রতি শোক প্রকাশ এবং ক্ষমা ও রহমতের দুয়ার মাধ্যমে। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার সাথে, তার রহমতের ছায়াতলে, আমাদের পুনরায় একত্রিত করেন। সম্ভবত আল্লাহ আমাকে জিহাদে তার মেধা ও অগ্রগামিতার পাশাপাশি তার নিঃস্বার্থতা ও উদারতা আলোচনা করার সুযোগ দিবেন।

(আমি পুরো কাজ এখন ও শেষ করতে পারিনি।)

**সমাপ্ত**

# জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়

অশ্বারোহী

Senior Member

তারিখ:০৭/১১/২০২১

---

জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد،
فاعوذ ب‍الله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم - لمثل هذا فليعمل العاملون.....

জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে। এবং একজন

মানুষের মানবীয় গুণাবলির ভালো-মন্দগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ই'তিদাল তথা ভারসাম্যতা দান করে।

আর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যেকোন মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, স্থিতিশীলতা, অগ্রগামিতা, মান-সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য স্বীয় ব্যাক্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সুতরাং, যে ব্যাক্তি স্বীয় ব্যাক্তিত্বের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা কায়েম করতে পারেনা, সে ব্যাক্তির জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ, স্থিতিশীলতা, অগ্রগামিতা, মান-সম্মান গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও আশা করা শুধু কল্পনার ঘোরে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

তাহলে কিভাবে স্বীয় ব্যাক্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবো?

-------------------------------------------------------------------------------------

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোর'আনে এরশাদ করেন-

فَاَمَّا مَنۡ طَغٰی ۙ﴿۳۷﴾ وَ اٰثَرَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ۙ﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الۡجَحِیۡمَ ہِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿۳۹﴾

অতপর যে ব্যাক্তি সীমালঙ্ঘন করলো ও দুনিয়ার জীবনকে প্রধান্য দিলো, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। (নাজি'আত: ৩৭-৩৯)

وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَ نَہَی النَّفۡسَ عَنِ الۡہَوٰی ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الۡجَنَّۃَ ہِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿۴۱﴾

আর যে তাঁর রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করলো এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে মন্দ হতে বিরত রাখলো তার ঠিকানা হলো জান্নাত। (নাজি'আত: ৪০-৪১)

সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তিকে ভয় করবে, সে ব্যক্তি আপনা-আপনি স্বীয় সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগ করবে। দুনিয়া বাদ দিয়ে আখেরাতকে প্রাধান্য দেবে। কেননা সে জানে, সীমালঙ্ঘন করা এ আখেরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া, এগুলো জাহান্নামী হওয়ার উপকরণ। তাই সে এগুলো এড়িয়ে চলবে। এবং এড়িয়ে চলতে বাধ্য হবে। এতএব, যে ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তির ভয়ের দাবী করে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগ করেনা, তার দাবী কিছুতেই সত্য হতে পারেনা।

ঠিক একই কথা সেই ব্যাক্তির ক্ষেত্রেও জান্নাত লাভের আশা করে। জান্নাত লাভের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একজন ভালো, সৎ ও ভারসাম্যপূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব দান করবে। কারণ সে জানে, সীয় রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করা, কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এগুলো জান্নাত লাভের উপকরণ। তাই সে এগুলো করবে ও করতে বাধ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু স্বীয় কু-প্রবৃত্তিকে দমন করেনা, তার এই আশা পোষণ নিতান্তই অবাস্তব ও বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

জান্নাতে লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় যেভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে-

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------

নিচের তুলনামূলক দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন -

আব্দুল্লাহ একজন দায়ী ইলাল্লাহ। সে জান্নাত লাভের আশা রাখে ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় করে। সুতরাং যখন আব্দুল্লাহ-

★মানুষের সাথে চলাফেরা করবে, তখন সে কাউকে কষ্ট দেবেনা। কারো সাথে খারাপ আচরণও করবেনা।

★পন্য বিক্রির সময় তাতে ভেজাল দেবেনা।

★কথা বলার সময় মিথ্যা বলবেনা।

★মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশির হক নষ্ট করবেনা।

★দীনী দায়িত্বে সামান্যতম অবহেলা করবেনা।

কারণ, সে ভালো করেই জানে এর সবই

সীমালঙ্ঘন ও দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দান। এবং এগুলো জান্নাত থেকে ছিটকে পড়া ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মৌলিক কারণ। তাই আপনা-আপনি সে এর থেকে বিরত থাকবে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বেঁচে থাকবে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি একজন সৎ, ভালো ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারবে।

কারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ? এর কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত আছে কি???

------------------------------------------------------------------------------------

জ্বি আছে! এবং প্রচুর পরিমাণ আছে!! হজরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও সালফে সালেহিন সবাই এর উৎকৃষ্ট এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত। তাঁরা তাঁদের জীবনকে এতোটা সুন্দর করতে পেরেছেন এই

গুণটির কারণেই। ঠিক তেমনিভাবে -

★একজন মুজাহিদ জিহাদ করে এই গুণটির কারণে। কেননা, সে জানে, ফর*যে আইন হয়ে থাকা এই জিহাদ পালন করলে সে জান্নাতী হবে। আর পরিত্যাগ করলে নির্ঘাত জাহান্নামে জ্বলতে হবে।

★একজন ব্যবসায়ী সৎ হয় এই গুণটির কারণে। কারণ, সে জানে, ব্যবসায় সৎ হলে সে জান্নাতে যাবে আর অসৎ হলে জাহান্নামে পুড়তে হবে।

★একজন আলেম হক কথা বলে এই গুণটির কারণেই। কেননা, সে জানে যে, আল্লাহর কিতাবে নাজিল হওয়া কোন বিধান মানুষের ভয়ে গোপন করলে সে জাহান্নামে পুড়বে। আর আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সকল বিধান স্পষ্টভাবে বলে দিলে সে জান্নাতী হবে।

সুতরাং, হে আমার ভাইগণ! আমরাও কি আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ সৎ, ভালো, যোগ্য, গ্রহণযোগ্য, ভারসাম্যপূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত, সুখ-স্বাচ্ছন্দময়ী ও স্থীতিশীল বানাতে চাই?? তাহলে "জান্নাত লাভের তিব্র আকাংখা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়" এই গুণটি অর্জন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সবাইকে বোঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামিন।

**সমাপ্ত**

# পুলিশি পাহারায় আর কত কাল?

Jahidur Rahman

Junior Member

**তারিখ ০৭/১১/২০২১**

---

পুলিশি পাহারায় আর কত কাল?

হিন্দুত্ব-বাদী সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা হয়ত ভেবে নিয়েছে জনগণের টাকায় পালিত পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী তাদের সবধরণের আপদ-বিপদে রক্ষা করবে। তাদের মনের মধ্যে হয়ত একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আল্লাহর আসন্ন আজাব থেকে তাদের অনুগত প্রশাসন তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে। তারা মনে হয় আরও ভেবে নিয়েছে যে তারা যা ইচ্ছা তাই করবে আর তাদের উপর কোন

বিপদ-আপদ আসবে না। দেশের মধ্যে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের বীজ বপনকারীদের ধারণা কতই না মারাত্মক! দেশের মধ্যে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের জন্য এরাই তো সবচেয়ে বেশি দায়ী। এরাই তো তারা যারা বাংলাদেশ-নামক শান্তিপ্রিয় মুসলিম ভূখণ্ডে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এরাই তো তারা যারা একদিকে মাজলুম মুসলিমদের বুকে গুলি চালায়, অন্যদিকে ইয়াহুদ, নাসারা ও মুশরিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করে। একদিকে তারা তাদের প্রভুদেরকে খুশি করতে মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে তালা ঝুলায়, অন্যদিকে মুশরিকদের মন্দিরগুলোকে সুশোভিত করে। এই জালিমরা এতটাই দুষ্কৃতকারী যে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য আর তুচ্ছ দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। এদেশের জনগণ এখন হারে হারে এই জালিমদের জুলুমের

ফলাফল টের পাচ্ছে। দিনদিন এই জালিমদের জুলুমের মাত্র আরও বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জালিম হিন্দুত্ব-বাদীরা কি মানুষের উপর এভাবে জুলুম করতেই থাকবে? তাদের কি কখনো পতন হবে না? তারা কি এইভাবে যুগযুগ ধরে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকবে? আল্লাহর শপথ তারা কখনোই এইভাবে যুগযুগ ধরে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। তাদের এমন দিক থেকে পতন ঘিরে ধরবে যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তাদের পাহারাদার পুলিশ বাহিনী তাদের কোনোই উপকার করতে পারবে না। বরং তারা শুধু তাদের আসন্ন পতনকেই ত্বরান্বিত হতে দেখবে। এমন দিক থেকে আল্লাহর আজাব তাদেরকে ঘিরে ধরবে

যা তারা বুঝতেও পারবে না। আর এই অহংকারীদের পতন যে খুব নিকটে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যদিও তারা উপলব্দি করতে পারে না।

**সমাপ্ত**

# সীমান্তে বিএসএফের হত্যাযজ্ঞ : আগ্রাসী ভারতের প্রকৃত চেহারা ।

## Al-Firdaws News Media

## তারিখ:০৮/১১/২০২১

---

সীমান্তে বিএসএফের হত্যাযজ্ঞ : আগ্রাসী ভারতের প্রকৃত চেহারা!

সন্ত্রাসী বিএসএফের উদ্ধত আচরণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। নানা অযুহাতে বাঙ্গালী মুসলিমদের বাড়ি ঘরে ঢুকে হামলা, নির্যাতন, গুলি চালিয়ে হত্যা করাকে তারা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ২০০০-

২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কমপক্ষে ১,১৮৫ বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে বিএসএফ।

যদিও ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জাতীয় সংসদে জানিয়েছিলেন যে গত ১০ বছরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের হাতে মোট ২৯৪ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। তবে বেসরকারি সংস্থা অধিকারের দেয়া এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, গত দশ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ৩৩৪ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে। তবে অপহৃতদের এই হিসেবে ধরা হয়নি, যাদের খোঁজ কখনও পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী,

২০২০ সালে সীমান্তে মোট ৪৮ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করে বিএসএফ। এর মধ্যে ৪২ জনকে গুলি করে এবং ছয় জনকে হত্যা করা হয় নির্যাতন চালিয়ে। অপহরণ করা হয় ২২ বাংলাদেশিকে। ওই সময়ে ২৬ জন বিএসএফ-এর গুলি ও নির্যাতনে গুরুতর আহত হন। অপহৃতদের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনকে ফেরত দেয়া হয়েছে। বাকিদের ভাগ্যে কী ঘটেছে জানা যায়নি।

বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকবার সীমান্ত হত্যা বন্ধে আলোচনা এবং চুক্তি হয়েছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনাতেও কোনও সমাধান আসেনি, যার ফলে সীমান্ত হত্যা চলছেই। উল্টো হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার সম্প্রতি বিএসএফকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকার তিনটি

রাজ্যে সীমানার ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গ্রেপ্তার, তল্লাশি এবং জব্দ করার ক্ষমতা পাবে বিএসএফ কর্মকর্তারা।

সেই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বুধবার ৩ নভেম্বরেও সিলেটের কানাইঘাট সীমান্তে দুই বাংলাদেশি মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। নিহতরা হলেন—সীমান্তবর্তী এরালীগুল গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে আসকর আলী (২৫) এবং একই গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আরিফ হোসেন (২২)।

নিহতদের স্বজনরা জানান, মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) বিকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় লালবাজারে যান তারা। এরপর আর বাড়িতে ফেরেননি।

এদিকে গত পরশুও বিএসএফ ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার জগদল সীমান্তে বাংলাদেশের ভেতর থেকে এক কৃষককে ধরে নিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে। নির্যাতনের শিকার রুহুল আমিনকে (৩৭) ঠাকুরগাঁওয়ের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

চিকিৎসারত রুহুল আমিন জাতীয় এক দৈনিককে বলেন, "গত সোমবার সকাল ৮টার দিকে কুলিক নদীর পশ্চিম পাশে জগদল সীমান্তের ৩৭৪/১-এস পিলারের কাছে বাংলাদেশের প্রায় ২০০ গজ ভেতরে জহুরুল ইসলামের জমি চাষ করতে যাই। সকাল ১০টার দিকে সাদা পোশাকধারী ২ বিএএফ সদস্য মাছ ধরতে ওই নদীতে আসে।"

"জমিতে কী আবাদ করা হবে এমন কথার এক পর্যায়ে তারা কাছে এসে গলায় চাকু ধরে ভারতের ভেতরে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে আরও ৩ বিএসএফ সদস্য তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। এভাবে প্রায় ১৫ মিনিট পেটানোর পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।"

"পরে জ্ঞান ফিরলে শুনি নদীর ওপারে ভারত সংলগ্ন এলাকায় চাষাবাদ করতে না যাওয়ার জন্য অন্যান্য বাংলাদেশিদের হুঁশিয়ার করে বিএসএফ সদস্যরা। অন্যথায় এর চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে হুমকি দেয়।... পরে নদীর কাছে কোন রকমে এলে স্থানীয়রা আনুমানিক দুপুর দেড়টার দিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে" যোগ করেন তিনি।

প্রথমে নেকমরদ বাজারে প্রাথমিক

চিকিৎসা শেষে স্বজনরা সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁওয়ের একটি ক্লিনিকে রুহুল আমিনকে ভর্তি করেন।

হিন্দুত্ববাদী ভারত ও তার দালাল জালেম হাসিনা সরকার একে অপরকে বন্ধুরাষ্ট্র দাবি করে। অথচ এই দুই দেশের সীমান্তে রাষ্ট্রীয় হত্যা হয় গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এমনকি শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে ভারতের সীমান্তে এতো মানুষ হত্যা হয় না।

আর বাংলাদেশ সীমান্তে এই গুলির ঘটনা একতরফা। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতীয় কোনো নাগরিক গুলিবিদ্ধ না হলেও, ভারতের পক্ষ থেকে নিয়ম করেই গুলি চালিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। আর এখন সীমান্তের ভিতরে ঢুকে চালানো হচ্ছে লুটপাট ও অপহরণও!

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে বিএসএফ আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে। কিন্তু, বাস্তবতা তা বলে না।

বেশ কয়েক বছর আগে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) 'ট্রিগার হ্যাপি' নামে একটি প্রতিবেদনে এ ধরনের বেশ কয়েকটি মামলার উল্লেখ করেছে। যাতে বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন যে বিএসএফ তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা না করে বা সতর্ক না করেই নির্বিচারে গুলি চালায়। বিএসএফ আরও দাবি করেছে যে দুর্বৃত্তরা গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করলে তাদের সদস্যরা গুলি চালায়। তবে কোনও অপরাধের সন্দেহে প্রাণঘাতি অস্ত্রের ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হয় না।

এইচআরডাব্লিউ, অধিকার ও এএসকের

প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, অপরাধী হিসেবে সীমান্তে হত্যার শিকার ব্যক্তিরা হয় নিরস্ত্র থাকে অথবা তাদের কাছে বড়জোর কাস্তে, লাঠি বা ছুরি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে পিঠে গুলি করা হয়েছিল।

এইচআরডাব্লিউ আরও উল্লেখ করেছে, তদন্ত করা মামলার কোনোটিতেই বিএসএফ প্রমাণ করতে পারেনি যে হত্যার শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাণঘাতী অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাওয়া গেছে; যার দ্বারা তাদের প্রাণ সংশয় বা গুরুতর আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

সুতরাং, বিএসএফের মেরে ফেলার জন্য গুলি চালানোর দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও কথিত

আন্তর্জাতিক আইনেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর এই মুসলিমবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মাত্র মারাঠা বর্গিদের সাথেই মিলে। মারাঠা বর্গিদের এই উত্তরসূরিরা ২০১৮ সালে যেখানে সীমান্তে হত্যা করেছে ১১ জন মুসলিমকে।, সেখানে ২ বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালেই তা চারগুণ বেড়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ঐ তথ্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া এভাবে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার কথা নয়। ভারত সরকার যেহেতু বাংলাদেশকে কৌশলগত বন্ধু হিসেবে তুলে ধরে, সেক্ষেত্রে সীমান্তে হত্যার নির্দেশ কে দিচ্ছে, কিংবা সেই হত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে কে ভারত সরকারকে বাধা দিচ্ছে- বাংলাদেশকে এটা খুঁজে বের করতে হবে বলে মনে করছেন তারা।

সীমান্ত হত্যা নিয়ে সাবেক BDR মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান বলেছেন, “ভারত মনে করে যে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে সীমান্তে হত্যা করলে তাদের কিছু হবে না।... কাশ্মীর সীমান্তে যে BSF সদস্যরা থাকে, তাদেরকেই সরাসরি নিয়ে এসে বাংলাদেশ সীমান্তে এনে দেওয়া হয়।”

তিনি আরও বলেন যে, BDR মহাপরিচালক থাকাকালীন ২০০১ সালে পাদুয়া ও রৌমারী সীমান্তে যুদ্ধে তৎকালীন BDR ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী BSF-কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এর পুরস্কার হিসেবে খালেদা সরকার তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেয় আর হাসিনা সরকার এসে তকে চাকরি থেকেই সরিয়ে দেয়।

সারা দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা এ প্রশ্নে তাই একমত যে, বন্ধু রাষ্ট্রের গালগল্প ভুলে কেবল ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাংলাদেশের সরকার বাধ্য করতে পারলেই সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা সম্ভব হবে।

গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তো মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। এখন দেখা যাক, কোন সরকার এসে হিন্দুত্ববাদী ভারতকে বাধ্য করতে পারে!

তথ্যসূত্র:

——-

১। সীমান্তে হত্যা বেড়েই চলছে—আবারও বিএসএফের গুলিতে নিহত

দুই বাংলাদেশি যুবক

https://tinyurl.com/3fb4py2z

২। সীমান্তে বাংলাদেশি কৃষককে বিএসএফ’র অমানুষিক নির্যাতন

https://tinyurl.com/rvuf8zh3

৩। মেজর জেনেরেল (অব) এএলএম ফজলুর রহমানের ভিডিও

https://tinyurl.com/2v9abb4h

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের ভুলবেন না। ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট: alfirdaws.org

**সমাপ্ত**

# চলমান সৌদি জুলুম : ইয়েমেন-ফিলিস্তিনের পর উইঘুর মুসলিমদেরও কণ্ঠরোধ!

Al-Firdaws News Media

তারিখ:০৮/১১/২০২১

---

চলমান সৌদি জুলুম : ইয়েমেন-ফিলিস্তিনের পর উইঘুর মুসলিমদেরও কণ্ঠরোধ!

সৌদি আরব। আলে সৌদের ওসমানী খিলাফার সাথে গাদ্দারি ও পশ্চিমাদের সাথে চরম মিত্রতার ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা। তাদের মিত্রতা এতই গভীর যে, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আরবের

পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে তারা।

এত কিছুর পরেও হারামাইন শরীফাইনের সম্মানে এই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি উম্মাহর সম্মান ছিল, ছিল প্রত্যাশাও। কিন্তু এই গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী দুই সম্মানিত মসজিদের কল্যাণে একদিকে যেমন উম্মাহর চোখবুজা অবুঝ সম্মান উপভোগ করেছে, তেমনি আরেকদিকে আবার এই উম্মাহর পিঠেই ছুরি বসিয়েছে।

বর্তমানে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার পর থেকে আরবের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করার মিশন জোরে-শোরে চলছে। একের পর এক ইসলামবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সে।

আরবের যে পবিত্রভূমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের সাক্ষী হয়ে আছে, সেখানে বিন সালমান পূর্ণ উদ্যমে পশ্চিমা নোংরা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। কিছুদিন আগে অসংখ্য তরুণের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয়েছে পশ্চিমা গায়ক ও অর্ধনগ্ন নর্তকীদের কনসার্ট।

মুসলিম উম্মাহর রক্ত ঝরাতেও সিদ্ধ হস্ত এই এমবিএস। তার নেতৃত্বে কথিত আরব জোট অর্ধযুগ ধরে ইয়েমেনে উম্মাহর নারী-শিশুদের রক্ত ঝরাচ্ছে।

আমেরিকার সব আধুনিক অস্ত্রের পরিক্ষা চালাচ্ছে সে ইয়েমেনে। এবছর এপ্রিল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৭ মাসে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী ইয়েমেনে ২৫০০ টি গণবিধ্বংসী ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করেছে।

নির্বিচারে বোমা মেরে তারা হত্যা করেছে অসংখ্য নারী-শিশুকে, উড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য মসজিদ।

২০১৫ সালে আক্রমনের প্রথম ৬ মাসেই তারা ২৩০০ জন সাধারণ নাগরিক হত্যা করেছিল। আর জাতিসঙ্ঘের হিসাব মতে, ইয়েমেন যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মুসলিম।

দুর্ভিক্ষে শুধুমাত্র অপুষ্টির শিকার হয়েই ইয়েমেনে এখন পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় ৮৫ হাজার শিশু।

নিজ দেশের যে সকল হকপন্থী আলেমগণ তার অপকর্মের বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা বলেছে, তাদেরকেই সে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিয়ে চরমতম নির্যাতন করেছে।

কাশ্মীরে যখন হিন্দুত্ববাদী দখলদাররা মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে, সে তখন মুসলিম গণহত্যাকারী মোদীর স্তুতি-স্তবক গেয়েছে, ভারতের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের সাথে সে বন্ধুত্বের কথা বলেছে। এমনকি ভারতের প্রতিবাদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়ান্দা তথ্য বিনিময়ের কথাও বলেছে সে।

মুসলিম গণহত্যাকারী মোদীর সাথে ভারতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তিও করেছে এই এমবিএস।

বর্বর ইসরাইলের সাথেও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ইহুদিবাদী এমবিএস। কথিত আছে, এমবিএস-এর মা এবং তাকে

লালনপালনকারী নারী উভয়ই ইহুদি। ইহুদিদের প্রতি কোমলতা আর মুসলিমদের প্রতি কঠোরতাকে তাই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

দখলদার ইসরাইলে সৌদি বিমান অবতরণের একদিন পর সৌদিতে অবতরণ করল ইসরাইলি বিমান।

ইসরাইলি গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইলে এই খবর নিশ্চিত করা হয়। খবরে বলা হয়, গতো ২৭ অক্টোবর ইসরাইলের একটি বিমান সৌদি আরবে অবতরণ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহর উপর সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন হিসেবে মনে করা হয় উইঘুর মুসলিমদের উপর চালানো চীনা দমনপীড়নকে। চীনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের লাখ লাখ মুসলিমকে

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রেখেছে। তাদের উপর চলছে অমানষিক নির্যাতন। মুক্ত মুসলিমদেরকেও চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয় স্মার্ট ক্যামেরা ও পুলিশের নজরদারিতে।

এসব খবর সারাবিশ্বের মানবিক বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যথিত করেছে। এমন পরিস্থিতিতেও আলে সৌদ সরকার পাকিস্তানের মতো কয়েকটি গাদ্দার দেশকে সাথে নিয়ে যৌথ বিবৃতিতে চীনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছে যে – সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার চীনের রয়েছে।

সালমান এমনকি চীন সফর করে সেখানে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়ে এসেছে।

গাদ্দার এমবিএস'এর দালাল সৌদি পুলিশ সম্প্রতি চীনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্লোগান লেখা টি-শার্ট পড়ায় এক উইঘুর মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া সেতিওয়ালদি আব্দুকাদির তার টি-শার্টে পূর্ব তুরকিস্তানে চীনা গণহত্যা ও দখলদারীত্ব শেষ হওয়ার জন্য দোয়া করার আবেদন জানিয়ে লিখা ছেপেছিলেন।

এই দোয়া চাওয়ার অপরাধেই তাকে 'মাসজিদ আল হারাম'এর ভিতর থেকে গ্রেফতার করে জালিম সৌদি প্রশাসন। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেলে পরে তাকে 'এমন রাজনৈতিক স্পর্শকাতর লিখা যুক্ত টি-শার্ট না পড়ার' শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এভাবেই দেশে দেশে ইসলাম ও নির্যাতিত উম্মাহর পক্ষে কথা বলার করণে মুসলিমদের কণ্ঠ রোধ করে আসছে সৌদির এমবিএস, আমিরাতের বিন যায়েদ এবং এদের মতো অপরাপর জালেম শাসককেরা। হকপন্থী উলামাগন তাই এই বিদেশি শক্তির দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উম্মাহ্*কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন সবসময়।

তথ্যসূত্র :

——-

১। Saudi coalition used cluster bombs in 2,500 raids on Yemen: Houthis –

https://tinyurl.com/4wacss2p

২। 2,300+ civilians killed in 6 months –

https://tinyurl.com/a4dksuf4

৩। UN Urges Yemen Ceasefire, Says 233,000 Killed in Six-Year War –

https://tinyurl.com/yvtxpcbf

৪। Yemen crisis: 85,000 children ‘dead from malnutrition’ –

https://tinyurl.com/433cdznx

৫। crown-prince-of-saudi-arabia-announces-sharing-intelligence-on-terrorism –

https://tinyurl.com/4wacss2p

৬। Saudi Arabia announces $100 billion investment in India –

https://www.deccanherald.com/nationa...00-719455.html

৭। Saudi Arabia has fully

normalised relations with Israel, only a huge ceremony remains-

https://tinyurl.com/2u8kv3nz

৮। First direct flight from Israel lands in Saudi Arabia

https://tinyurl.com/4vcz7kw4

৯। saudi arab defends china's right to fight terrorism –

https://tinyurl.com/4rde8tb6

১০। saudi arabia defends letter backing chinas xinjiang policy – https://tinyurl.com/3ya6kurj

১১। pakistan saudi arabia drift apart china moves –

https://tinyurl.com/5d39unpz

১২। Saudi Arabia strikes $10 billion

China deal, talks de-radicalisation with Xi –

https://tinyurl.com/5y5ae4tj

১৩। Saudi, China sign $28 billion worth of economic accords – SPA –

https://tinyurl.com/3wjssdpz

১৪। Saudi police arrested Uyghur Muslim, Setiwaldi Abdukadir in Masjid al-Haram –

https://tinyurl.com/2zsdkevu

https://i.ibb.co/nMLY2TQ/soudi-consert.jpg

https://i.ibb.co/n6HByCN/yemen-mosque.jpg

https://i.ibb.co/Ykxcx1Z/yeamen-deaths.png

https://i.ibb.co/wyjTKBs/soudi-consert-2.png

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের ভুলবেন না। ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট: alfirdaws.org

# জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি!

Jahidur Rahman

Junior Member

## তারিখ:০৮/১১/২০২১

---

জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি!

জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি! পরিবহনভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে হিন্দুত্ব-বাদী সরকারের পরিবহন মালিকদের শান্ত করার চেষ্টা, অবশেষে হতভাগা জনগণের পকেটে হাত

হিন্দুত্ব-বাদী সরকার যেন তার আসল চেহারা দিনদিন জনগণের সামনে প্রকাশ

করছে। জালিম সরকার যেন দিনদিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ক্ষমতার খুঁটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য হিন্দুত্ব-বাদী সরকার সব ধরনের জুলুমের পথ বেছে নিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে আবারও জনগণের পেটে লাথি মারলো হিন্দুত্ব-বাদী সরকার। পরিবহন মালিকদের চাপের মুখে হিন্দুত্ব-বাদী সরকার জ্বালানি তেলের দাম তো কমালোই না, উল্টো পরিবহনভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবহন মালিকদের শান্ত করার চেষ্টা। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে কি হবে, তাতে তো মাছের গন্ধ যায় না। অবশেষে হতভাগা জনগণের পকেটে ভাগ বসিয়ে অশান্ত পরিবহন মালিকদের শান্ত করার চেষ্টা হিন্দুত্ব-বাদী সরকারের। এ যেন রীতিমত ফিল্মি স্টাইলে ডাকাতি। এখানে আমাদের সবসময় একটি কথা মনে রাখতে হবে যে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে পরিবহন খরচও বৃদ্ধি পাবে। আর পরিবহন

খরচ বৃদ্ধি পেলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন খরচও বেড়ে যাবে। এখন যেহেতু জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাই পরিবহন মালিকদের মতো কোম্পানি ও ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্যের দামও অস্বাভাবিকভাবে বাড়াতে বাধ্য হবে। যেখানে ইউরোপ-আমেরিকার বিজাতীয় শাসকেরা তাদের জনগণের কল্যাণের জন্য সবধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে, সেখানে আমাদের দেশের শাসকেরা তাদের দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ ও ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হুহু করে বাড়িয়ে দেয়। এবার চিন্তা করুন এই সরকারকে আপনারা কল্যাণকামী সরকার বলবেন নাকি জনগণের রক্তচোষা হিন্দুত্ব-বাদী সরকার বলবেন। যেখানে ইউরোপ-আমেরিকার বিজাতীয় শাসকেরা তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে

কাজ করে, সেখানে আমাদের দেশের দালাল শাসকেরা জনগণদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আপনারাই একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এটা শতভাগ স্পষ্ট যে এই জালিম সরকার এদেশের জনগণের বিন্দুমাত্র কল্যাণ চায় না। শুধু জ্বালানি তেল কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেই জালিম সরকার তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে তা নয়। বরং প্রয়োজনে হিন্দুত্ব-বাদী সরকার এদেশের হতভাগা জনগণের বুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হলেও তাদের জুলুমের মসনদ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।

আমাদের অনেক দায়ী ভাই হিন্দুত্ব-বাদী সরকারের অপকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এদেশের শান্তিপ্রিয় মুসলিমদের সতর্ক করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আবারও তাদের অপকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা

করলাম। আশা করি আপনারা এনিয়ে চিন্তা ফিকির করবেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা’আলার কাছে হিন্দুত্ব-বাদী সরকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। আমিন

**সমাপ্ত**